HOME-STUDY SERIES.

No. I.

THE PRISON FLOWER.

(A Historical Novel.)

গৃহশিক্ষা পুস্তকাবলী।

প্রথম খণ্ড।

কারা-কুসুমিকা।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

শ্রীআশুতোষ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৩ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

প্রাকৃত যন্ত্রে

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল।

ভূমিকা।

কারাকুসুমিকা "PICCIOLA" নামক ফরাসী ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত। ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংখ্যানুক্রমে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, আবশ্যকমতে সংশোধিত হইয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও পাঠক সাধারণের হস্তে সাদরে অর্পিত হইল। এই উপন্যাস সামান্য উপন্যাস নহে, ইহার উদ্দেশ্য নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষাদান। একজন কঠোর জ্ঞানী গর্ব্বিতপ্রকৃতি বিশ্ব-বিদ্বেষী ঘোর নাস্তিক কিরূপে হৃদয়ের কর্ষণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে বিনয়ী, প্রেমিক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী হইলেন, ইহাতে তাহারই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং অতি সুকৌশলে গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদেরই যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, তাহাতে মোহিত হইয়াছি। মূলপুস্তক যে আরও কত সুন্দর হইবে, সহজেই অনুমান করা যায়। বাঙ্গালা অনুবাদে মূল সৌন্দর্য্যের অনেক হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশাকরা [illegible] বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে এখন যে রাশি রাশি উপন্যাস [illegible] বাহির হইতেছে, তাহা যদি এইরূপ উপন্যাসের আদ[illegible]ত হয়, তদ্দ্বারা বালক বালিকা ও অন্তঃপুরিকাগণের রুচি [illegible] শোধিত ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়া সমাজের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান পুস্তক এই উদ্দেশ্যসাধনে যদি কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করে, আমাদিগের পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
মাঘ—বঙ্গাব্দ ১২৮৯ } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।

কারা-কুসুমিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
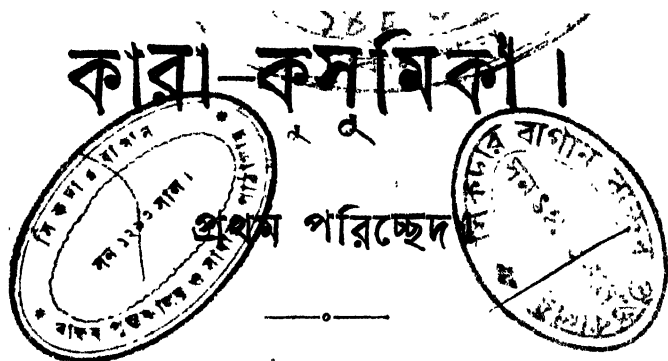
এক্ষণে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি ফ্রান্স রাজ্যের কন্সল বা সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে অধিরূঢ় হন। তৎকালে পারিস্ নগরে অনেক বিদ্বান্ ও গুণবান্ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে চার্লস বারামণ্ট কাউণ্ট ডি চার্ণির মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প ছিলেন। ইনি অসামান্য মানসিক শক্তি লাভ করিয়া একটী ফরাসী দলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন, অনেক ভাষায় লিখন ও কথোপকথন করিতে পারিতেন এবং অনেক শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যেমন তাঁহার এইরূপ গুণ ছিল, সেই রূপ উচ্চপদ ও সৌভাগ্যবলে তিনি সকল মনোরথ চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি চার্ণি না মনে সুখ, না সংসারে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন। কেন তাঁহার এরূপ বিড়ম্বনা হইল? তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। ইতর প্রকৃতির লোকে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় সুখভোগ ভিন্ন আর কিছুই জানে না এবং তাহা না জানাতে অসুখী হয় না। কিন্তু

চার্‌ণি ইতর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত তিনি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তর্ক বিতর্ক করিতে ভাল বাসিতেন। যে ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তিনি একটী ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র, তাহার তাৎপর্য্য কি? সৃষ্টি কিরূপে হইল? ঈশ্বর কি পদার্থ? এই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা বুঝিতে যাইতেন এবং কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া সন্দেহ ও নাস্তিকতায় সকল বিচার শেষ করিতেন। তাঁহার হৃদয় কঠোর ছিল বলিয়া তিনি একথাটী বুঝিতে পারিতেন না যে যতই তর্ক-বিতর্ক করা যাউক, জগতের সকল উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের মূলে একজন বিদ্যমান আছেন এবং সকল শক্তি ও সকল সাধুভাব সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত পবিত্র পুরুষকে অবলম্বন করিয়া আছে ইহা মানিতে হইবেই হইবে।

মানবের মন যখন ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় অথচ নির্ভরের কোন বস্তু পায় না, তখন স্বভাবতই কষ্টে কালযাপন করে, সুতরাং চার্‌ণির মন যে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কোন পদার্থের উপরে তিনি হৃদয় স্থাপন করিতে পারিতেন না। তাঁহার পক্ষে সংসার অরণ্য, ইহাতে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিবার কোন বস্তু নাই। আপনাকে মহৎ বলিয়া অভিমান থাকাতে তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার চারি দিক্ হইতে পরমেশ্বরের অবিশ্রান্ত করুণা বর্ষিত হইতেছে, তিনি তাহা ভোগ করিতেন, অথচ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না।

চার্‌ণি আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসিতে পারিতেন না, কিন্তু

অহঙ্কার পূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বজন-হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতেন—মনুষ্যের পক্ষে পরিবারহিতৈষী বা স্বজনহিতৈষী হওয়া অপেক্ষা সর্ব্বজনহিতৈষী নাম গ্রহণ করা এত সহজ! তৎকাল-প্রচলিত শাসনপ্রণালী সাধারণের অনিষ্টকর এই বিশ্বাসে তিনি একটী গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রসভার সভ্য হইলেন—এই বর্ত্তমান যাবতীয় বিষয়ের বিপ্লাবন করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। ষড়্‌যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ বর্ণন করা অনাবশ্যক; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চার্‌ণি এই সভার উদ্দেশ্যসাধন জন্য ১৮০৩ ও ৪ খৃষ্টাব্দের অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু পরে পুলিষের লোকে টের পাইয়া সমুদায় চক্রান্ত বিনষ্ট করিয়া দেয়। তখন যেরূপ সময় ছিল, তাহাতে রাজবিদ্রোহীদিগের বিচারজন্য বড় অধিক সময় ব্যয় বা আড়ম্বর করিতে হইত না। বোনাপার্টি পরিহাসের লোক ছিলেন না। ষড়্‌যন্ত্রের অধ্যক্ষগণ নিঃশব্দে ধৃত হইলেন, বিনাবিচারে দণ্ডিত হইলেন এবং দূরস্থিত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ফ্রান্সের ৯৬টী বিভাগের মধ্যে কারাগারের অভাব ছিল না।

'বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বিপর্য্যস্ত করিয়া রাজ্যমধ্যে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদনে সচেষ্ট' বলিয়া চার্‌ণির নামে অভিযোগ হইল, চার্ল্‌স বারামণ্ট কাউণ্ট ডি চার্‌ণি ফেনেষ্ট্রেল দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। এখন তাঁহার কি দুর্গতি! কোথায় অট্টালিকার অধিবাসী ছিলেন, আর কোথায় একটী কুৎসিত কুটীরে বন্দী হইলেন, এখন জেলরক্ষক ভিন্ন আর দ্বিতীয় সঙ্গী নাই! যাহা হউক তিনি তাঁহার আবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে লাগিলেন।

তাঁহার নিজের চিন্তাভারই তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইল। কিন্তু তাহাহইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, পৃথিবীর কোন লোকের সহিত পত্রালাপ করিবার অথবা পুস্তক,কলম বা কাগজ তাঁহার নিকট রাখিবার অনুমতি ছিল না। নূতন দুর্গের পশ্চাৎ-ভাগে পুরাতন ভগ্ন দুর্গের উপরিস্থ একটী ক্ষুদ্র বাটীর মধ্যে তাঁহার কুটীর ছিল। চতুঃ প্রাচীরে নূতন চূনখাম হওয়াতে গৃহের পূর্ব্ব নিবাসীর কোন চিহ্নমাত্র লাভ করিবার যো ছিল না। তাঁহার ভোজন পাত্র রাখিবার উপযুক্ত একটী টেবেল, একটীমাত্র লোকের বসিবার মত একখানি কেদেরা এবং কাপড় কম্বল রাখিবার একটী সিন্দুক পাইয়াছিলেন। তিনি দুঃখের দশায় পড়িলেও বহুমূল্য মেহগ্নী কাষ্ঠনির্ম্মিত ভিতরে রূপার পাত দিয়া মোড়া তৈজস পাত্র ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে ঘুণধরা কাষ্ঠপাত্র তাঁহার সম্বল। তাঁহার শয্যাটী সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। নীলরঙের দুইখান মোটা পরদায় তাঁহার গৃহের গবাক্ষ আবৃত ছিল, তাহাতে তাঁহাকে সূর্য্যরশ্মি বা কাহার দৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভয় করিতে হয় নাই। তাঁহার কারাগৃহের সমগ্র সজ্জা এই। তাঁহার অন্য সুখের মধ্যে প্রতি দিন দুই ঘণ্টা কুটীরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। স্থানটী চারি দিকে ঘেরা থাকাতে তিনি বাহিরে গিয়াও আল্পস্ পর্ব্বতের চূড়ামাত্র দেখিতে পাইতেন, তাহাতে যে বৃক্ষাদি আছে তাহা দৃষ্টিগোচর করিতে পারিতেন না। কিন্তু অনুগ্রহ স্বরূপ যে এই অধিকার পাইয়াছিলেন ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিতে হইয়াছিল। একবার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে,সারাদিন যে দগ্ধ মৃত্তিকা

দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত হইতে হয়, তাহাই তাঁহাকে দেখিতে হইত, হায়! বাহিরে যে বিস্তীর্ণ সৃষ্টি রাজ্য রহিয়াছে তাহার কিছুই নয়নগোচর করিয়া বিরাম লাভ করিতে পারিতেন না। প্রাচীরের এক ধারে যে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, সময় সময় তাহা দেখিয়াই তিনি অন্যমনস্ক হইতেন এবং তাহার মধ্য দিয়া যেন একটী ম্লান মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যায়, সময় সময় অনুমান করিতেন।

তাঁহার পৃথিবীর সীমা এই পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে চিন্তা ব্যাধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া থাকিত। তাহারই উত্তেজনায় তিনি মধ্যে মধ্যে প্রাচীরে ভয়ঙ্কর কথা সকল অঙ্কিত করিতেন। এক এক সময় তিনি অতি সামান্য কাজে মনকে আমোদিত করিতেন—বাঁশী, বাক্স বা ঝুড়ী আঁকিতেন, সুপারির ছালে ছোট ছোট জাহাজ করিতেন এবং খড় বিনাইয়া নানা আকারের বস্তু প্রস্তুত করিয়া চিত্তবিনোদন করিতেন। বিচিত্র কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য তিনি টেবেলের উপর হাজার হাজার রকম কল্পিত আকৃতি খুদিতেন, ঘরের উপর ক্রমাগত ঘর, বৃক্ষের উপরে মৎস্য, মন্দির অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য, ছাঁদের উপর নৌকা, জলের মধ্যে শকট এবং বৃহদায়তন মক্ষিকার নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিরামিড বা মন্দির তৈয়ার করিতেন। আলস্যে যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, তখন গবাক্ষ মধ্য দিয়া যে মনুষ্য-মূর্ত্তি অনুভব হয়, তাহারই সম্বন্ধে বিবিধ কল্পনায় ব্যাপৃত হইতেন। সেই অপরিচিত ব্যক্তি কে? কিছুই জানিতে না পারিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে দোষানুসন্ধায়ী চর মনে

করিয়াছিলেন। চার্ণির মত সন্দিগ্ধচিত্ত মনুষ্য আর দ্বিতীয় ছিল না, তিনি তৎপরে ভাবিতেন ঐ ব্যক্তি তাঁহার শত্রু, প্রতিদিন তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে আইসে! জেলরক্ষককে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন স্পষ্ট উত্তর পাইলেন না।

সে বলিল "ঐ ব্যক্তি আমার স্বদেশী ইটালীয় এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক, কারণ আমি উহাকে সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনা করিতে দেখি।"

চার্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কেন তবে কারারুদ্ধ?"

জেলরক্ষক বলিল, "তিনি সেনাপতি বোনাপার্টির বধ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

"তবে কি তিনি একজন স্বদেশহিতৈষী?"

"তাহা নহে, জর্ম্মণির এক যুদ্ধে তাঁহার পুত্র হত হওয়াতে তিনি উন্মত্ত হন। এখন তাঁহার একমাত্র কন্যা জীবিত আছে।"

চার্ণি উত্তর করিলেন "আ! তবে ক্রোধ এবং স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সে এই কার্য্য করিয়াছে। আচ্ছা, ঐ সাহসী চক্রান্তকারী এখানে কিরূপে চিত্তকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে?"

জেলরক্ষক লুডোবিক হাস্যমুখে বলিলেন "তিনি মাছি ধরেন।"

চার্ণি তাঁহার প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ করিলেন। কেবল তুচ্ছভাবে বলিলেন "ঐ হতভাগা কি নির্ব্বোধ!"

"কাউণ্ট, কেন তাহাকে নির্ব্বোধ বল? সে তোমার

অপেক্ষা অধিক দিন কয়েদ আছে। কিন্তু তুমি ইতিমধ্যে কাঠের উপর খোদকারী করিতে বেশ পরিপক্ক হইয়াছ।”

এ প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিলেও চার্ণি আপন রীতি পরিত্যাগ করিলেন না, সেই বিরক্তিকর বালকবং খোদকারী কার্য্যে সমস্ত শীতকাল অতিবাহন করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে ত্বরায় তিনি একটী নূতন আমোদের বিষয় প্রাপ্ত হইলেন।

বসন্তকালের এক মনোহর প্রাতঃকালে চার্ণি বাহিরের ক্ষুদ্রপ্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখের ক্ষুদ্র স্থানকে যদি একটু বৃহৎ করা যায় ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যতখানি ইটে উঠান বাঁধান ছিল তাহা এক একখানি করিয়া গণিলেন, যেন এই গুরুতর বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বের গণনা ঠিক্ হইয়াছে কি না মিলাইয়া না দেখিলে নয়, এইজন্য আবার ধীরভাবে গণিতে প্রবৃত্ত হইলেন! হঠাৎ ভূমির দিকে দৃষ্টি পড়াতে দুই খানি প্রস্তরের মধ্যে কি একটী অপূর্ব্ব পদার্থ নয়নগোচর হইল। একটী মাটীর চাপ এবং তাহার উপরিভাগ বিদীর্ণ রহিয়াছে দেখিলেন। মাথা হেঁট করিয়া তিনি ধীরেধীরে মাটী সরাইতে লাগিলেন এবংএকটী বৃক্ষের অঙ্কুর দেখিতে পাইলেন। ইহা এখনও বীজ ছাড়িয়া উঠে নাই। এই বীজ, বোধ হয়, পক্ষীর মুখভ্রষ্ট বা বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া এখানে পড়িয়াছে। তিনি হয় ত পদদ্বারা অঙ্কুরটী পিষিয়া ফেলিতেন! কিন্তু তৎক্ষণাৎ মৃদু বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে তাহাহইতে একটী মনোহর সুগন্ধ উত্থিত হইল। তদ্দ্বারা যেন

ঐ নিরাশ্রয় বৃক্ষশিশুটী আপনার প্রাণরক্ষার প্রার্থনা করিল এবং ইহা একদিন সুগন্ধ কুসুম প্রসব করিবে জানাইল। আর একটী ভাব তাঁহার মনে উদয় হইয়া তাঁহার চরণের গতি স্থগিত করিল। যে কোমল অঙ্কুর স্পর্শ করিলে ভগ্ন হইয়া যায়, তাহা কি প্রকারে প্রস্তরবৎ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিল? এই চিন্তায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি পুনরায় সেই শিশু বৃক্ষটী পর্য্যবেক্ষণে একদৃষ্টে মস্তক অবনত করিলেন।

চারণি অঙ্কুরটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একখানি কোমল আবরণ দুভাঁজ হইয়া তাহার দুইটী নবীন পত্রকে রক্ষা করিতেছে এবং পত্র দ্বয় কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বায়ু ও রৌদ্র সেবনের জন্য বাহির হইয়াছে। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হা! এখন ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছি। প্রকৃতি * যেমন ডিম ফুটিবার পূর্ব্বে ডিমের খোলা ভাঙিবার জন্য পক্ষীদিগকে চঞ্চু দেন, তেমনি অঙ্কুরকেও একটী উদ্ভেদী শক্তি দিয়াছেন। হা দুর্ভাগ্য বন্দী! তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান্! কারাবদ্ধ থাকিয়াও তোমার মুক্ত হইবার ক্ষমতা আছে।" তিনি আরও কিয়ৎক্ষণ তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, কিন্তু পদদ্বারা মাড়াইবার কথা আর মনে হইল না।

* নাস্তিকেরা ঈশ্বরকে মানে না, কিন্তু জগতের সর্ব্বত্র ঈশ্বরের যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা ত অস্বীকার করিবার যো নাই, কাজে কাজেই তাহাকে 'প্রকৃতি' বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাহ্ণে ভ্রমণ করিতে করিতে চার্ণি অমনস্ক হইয়া সেই শিশু তরুটীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখনি তাহার কথা মনে হওয়াতে আপনা আপনি থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দেখিলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইহা একটু বাড়িয়াছে এবং পূর্ব্বে ইহার যে মলিনতা ছিল রৌদ্র পোহাইয়া তাহা দূর হইয়াছে। চারার ক্ষীণ ডাঁটাটার আপনা আপনি পুষ্ট হইবার এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ গ্রহণ করিবার শক্তি আছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য মানিলেন। ভাবিতে লাগিলেন "ইহার পাতা সকলের রঙ্ ডাঁটা হইতে কত বিভিন্ন, ইহার ফুল সকল কিরূপ বর্ণের হইবে দেখিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। এক স্থান হইতে কেমন করিয়া কেহ নীল, কেহ লাল, নানা রঙ্ গ্রহণ করে? যা হউক পরে তাহা দেখা যাইবে, এখন বুঝা যাইতেছে পৃথিবীর মধ্যে যত কেন বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল থাকুক না, জগতের পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট অথচ অন্ধ নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃতি নিতান্ত অন্ধ, ইহার যদি আর কিছু প্রমাণ চাই ত দেখ, অঙ্কুরের যে দল দুটা মাটী ফুঁড়িবার সাহায্য করিল, তাহা এখন অনাবশ্যক; তথাপি তাহারা ডাঁটায় ঝুলিতেছে এবং অনর্থক ইহার রস শোষণ করিতেছে।"

কাউণ্ট এইরূপ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন বসন্ত কাল হইলেও রাত্রিতে শীত কমে নাই। সূর্য্য যেমন অস্ত হইল, চার্ণি যে দুটী দলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি

যাছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাঁহার কাছে দোষ ক্ষালন করিবার জন্যই যেন উভয়ে একত্র আসিয়া মিলিল, পাতা সকল মুড়িয়া ফেলিল এবং যেন তরুটীকে কোমল পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শীত ও পতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। চার্ণি দেখিলেন ক্ষুদ্র গুগলীতে পূর্ব্বরাত্রে বাহিরের আচ্ছাদনটী খাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার দাগ রহিয়াছে। এখন তিনি তরুর নিস্তব্ধ উত্তর বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

চার্ণি অত্যন্ত তর্কপ্রিয় ছিলেন, সহসা সদ্যুক্তি অবলম্বন করিবার লোক নহেন। তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "চারাটীর রক্ষার যেরূপ উপায় দেখিলাম তাহা সর্ব্বতো ভাবে ভাল বটে, কিন্তু ইহার ভাগ্যে অকস্মাৎ কতকগুলি সুযোগ ঘটিয়াছে, এমন আকস্মিক ঘটনা অনেক সময় দেখা যায়। ইহার বাঁচিবার দুইটী সুযোগ ঘটিল; প্রথমে কপিকলে মাটী তুলিয়া দিল, তৎপরে রক্ষার নিমিত্ত ঢালের ন্যায় শক্ত আবরণ প্রস্তুত হইল। এই দুইটী উপায় না হইলে অঙ্কুর অকালে বিনষ্ট হইত। কিন্তু প্রকৃতি অনেক তরুকে অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করে, তাহারা আপনাদের জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষা করিতে পারে না। এমন অসম্পূর্ণ সৃষ্টি যে কত আছে কে তাহার গণনা করিতে পারে? বা! যা দেখিলাম তাহাতে দৈব সুযোগ ভিন্ন আর ত কিছুই বলিতে পারি না।

কাউণ্ট চার্ণি! একটু স্থির হও, প্রকৃতি তোমার কুটিল তর্কের মীমাংসা করিয়া দিবে। তুমি দেখিতে পাইবে জগদীশ্বর

বিশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া এই সামান্য বৃক্ষটীকে তোমার কারাগৃহের প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়াছেন। তুমি যে বিবেচনা করিতেছ যে পক্ষপুটে বৃক্ষটীকে রক্ষা করিতেছে তাহা অধিক দিন টেঁকিবেক না, ইহা সত্য। কিন্তু ইহার প্রয়োজন শেষ না হইলে ইহা শুকাইয়া ভূতলে পড়িবে না। যখন উত্তরীয় বায়ু বহিয়া হিমগিরি আল্পস্ হইতে কুজ্ঝটিকা ও বরফরাশি বর্ষণ করিবে, তখন ইহা কঠিন আবরণের ন্যায় হইয়া নবীন পত্র সকল ঢাকিয়া রাখিবে, একবিন্দু বায়ু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। পত্র সকল এই নিরাপদ আবাসমধ্যে বর্দ্ধিত হইবে এবং সুখের বসন্ত কাল আসিলে তাহারা আপনাদিগের আবরণ উন্মোচন করিয়া পুনরায় সূর্য্যকিরণে প্রকাশিত হইবে। পত্র সকল তখন কোমল লোমাবৃত হইয়া ঋতু পরিবর্ত্তের অনিষ্ট-কারিতার প্রতি বিধান করিবে। সার কথা জানিবে, বিপদ্ যত অধিক হয়, তাহা নিবারণ জন্য পরমেশ্বরের ব্যবস্থাও তত অধিক হয়। চার্ণি তরুটীর দিন দিন উন্নতির ক্রম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুনরায় তিনি তর্ক উপস্থিত করিলেন, পুনরায় তৎক্ষণাৎ তর্কের মীমাংসাও হইল। চার্ণি প্রশ্ন করিলেন গাছের ডাঁটা লোমাবৃত কেন? পরদিন প্রত্যূষে দেখিলেন, লোম সকল তুষারাবৃত হইয়া কোমল ত্বক্‌কে নিরাপদে রক্ষা করিতেছে। কাউণ্ট ভাবিলেন, যাহাহউক গ্রীষ্মকালে এ লোম সকলের ত কোন প্রয়োজন হইবে না। গ্রীষ্মের সমাগম হইল, লোমসকলও পতিত হইয়া বৃক্ষের গাত্র আবরণ লঘু করিয়া দিল, নবীন শাখা সকল মুক্তভাবে উদ্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি

মনে করিতে লাগিলেন "আচ্ছা, ঝড় বহিতে আরম্ভ হইলে বাতাসে ত দুর্ব্বল তরুকে উন্মূলিত করিবে এবং শিলাবৃষ্টিতে ইহার পত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে।

বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। দুর্ব্বল তরু তাহার সমকক্ষ হইয়া কি রূপে যুদ্ধ করিবে? ভূতলে মস্তক পাতিয়া দিল এবং তাহাতেই আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা পাইল। শিলাবর্ষণ হইল; তখন এক নূতন কৌশল দেখ, পত্র সকল উচ্চ হইয়া উঠিল এবং ডাটার চারি দিকে পরস্পর সম্মিলনে বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া শত্রুর আঘাত সকল ব্যর্থ করিল। তৃণ কতকগুলি একত্র হইয়া মত্ত হস্তীকে বন্ধন করিতে পারে, ঐক্যের এমনি গুণ। সেই ঐক্যগুণে পত্রসকল আত্মরক্ষা করিল। এই প্রকার উৎপাতে বৃক্ষের যদিও আপাততঃ কিছু ক্ষতি হইল, কিন্তু এ সকল সহ্য করিয়া বৃক্ষটা আরও সবল হইল এবং সূর্য্যের কিরণ সেবন করিয়া ইহার ক্ষত সকল আরোগ্য হইয়া গেল।

চার্‌নি অজ্ঞাতসারে তরুটীকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। ইহার প্রতি তাহার অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইল, যাবজ্জীবনে তিনি জগতের আর কোন পদার্থকে ভাল বাসেন নাই। তিনি সচরাচর যতক্ষণ দেখিয়া থাকেন, একদিন তদপেক্ষা অধিক্ষণ ধরিয়া বৃক্ষটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আশ্চর্য্য দিবা-স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এই সময়ে তাহার মন এরূপ স্থির ও শান্ত হইল যে অনেক দিন এরূপ হয় নাই। হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া গবাক্ষের নিকটে পূর্ব্বোক্ত বিদেশীয়কে দর্শন করিলেন। চার্‌ণি মনে করিতেন এই

ব্যক্তি গুপ্তচর হইয়া তাঁহার কার্য্য দর্শন করে এবং তিনি ইহাকে 'মক্ষিকাধৃতকারী' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। ঐ ব্যক্তি যেন তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছে এই ভাবিয়া প্রথমে তিনি লজ্জিত হইলেন, কিন্তু এখন তিনি আর উহাকে ঘৃণা করিতেন না, অতএব ঈষৎ হাস্য করিলেন। কেনই বা তিনি ঘৃণার্হ হইবেন? তাহার মন কি চার্ণির ন্যায় কোন চিন্তায় মগ্ন হইতে পারে না? চার্ণি ভাবিলেন "আমি যেমন বৃক্ষটীর মধ্যে দর্শনীয় অনেক গুণ দেখিতেছি, একটী মক্ষিকাতেও তিনি সেইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাইতেছেন কি না, কে বলিতে পারে!"

আবাস গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রথমেই তিনি প্রাচীরে একটী কথা লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। দুইমাস পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে এই কথাটা লিখিয়াছিলেনঃ—

দৈবই* সৃষ্টির মূল কারণ।

তিনি একখানি কয়লা হাতে করিয়া লইলেন এবং তাহার নিম্নে লিখিলেন "বোধ হয়!" চার্ণি আর প্রাচীরে কিছু লিখিতেন না, কেবল টেবিলের উপর ফল ও পাতা লতা আঁকিতেন। কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি তরুটার নিকটে যাইতেন, তাহার উন্নতি এবং বিবিধ পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতেন এবং কুটীরে ফিরিয়া আসিলেও গবাক্ষের মধ্য দিয়া তাহার প্রতি

* দৈব—ইহার প্রকৃত অর্থ দেব সম্বন্ধীয় অথবা ঈশ্বরীয় ব্যাপার। কিন্তু আকস্মিক ঘটনা, যাহার কর্ত্তা কেহ নয়, এবং যাহার উদ্দেশ্য কিছুই নাই, তাহার নাম সচরাচর দৈব বলিয়া থাকে।

একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। এইটী এখন তাঁহার জীবনের প্রিয়তম কার্য্য! দুর্ভাগ্য কয়েদীর একমাত্র সুখের নিদান! কিন্তু জীবনের অন্যান্য সুখের ন্যায় ইহার প্রতিও কি তিনি বীতরাগ হইয়া পড়িবেন? দেখা যাউক পশ্চাৎ কি হয়!

চার্ণি বৃক্ষটীর এই সকল স্বাভাবিক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"দৈবের কি জ্ঞান আছে? দৈব কি জড় ও চেতন পদার্থ একত্র সম্মিলিত করিতে পারে?"

এক দিন প্রাতঃকালে চার্ণি জানালার মধ্য দিয়া বৃক্ষটী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ কারারক্ষককে দ্রুতবেগে তাহার কাছ ঘেঁশিয়া যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন গাছটী বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অমনি সিহরিয়া উঠিল। পরে লুডোবিক যখন তাঁহার আহার দ্রব্য আনয়ন করিলেন, চার্ণি তাঁহার নিকট বৃক্ষটীর প্রাণ রক্ষার্থ প্রার্থনা করিতে উৎসুক হইলেন। প্রার্থনাটী যদিও সামান্য, কিন্তু কি বলিয়া আরম্ভ করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কারাগার পরিষ্কার রাখিবার নিয়ম হয় ত কঠোর হইতে পারে, তাহাহইলে বৃক্ষটী নিশ্চয়ই উন্মূলিত হইবে, সুতরাং তাঁহার প্রার্থনীয় অনুগ্রহটী বড় সামান্য নহে। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া বিনীতভাবে লুডোবিককে বলিলেন "আপনি যখন উঠান দিয়া চলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু সাবধান হইয়া চলিবেন এবং প্রাঙ্গণের ভূষণস্বরূপ বৃক্ষটীর প্রাণরক্ষা করিবেন।" লুডোবিক যদিও কারাগারের রক্ষক এবং বাহিরে কিছু কর্কশ, কিন্তু তিনি কখনই এত কঠোর-হৃদয় নন যে চার্ণির এত সাধের বৃক্ষটীকে বিনাশ করিবেন।

লুডোবিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন "কি সেই আগাছাটার কথা বলিতেছেন ?"

কাউণ্ট ব্যস্ত হইয়া "ও কি আগাছা ?" লুডোবিক—"তা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু এ রকম গাছকে আমি আ-গাছা বলি। যা হউক একথা আপনার অনেক দিন অগ্রে বলা উচিত ছিল। ইহার প্রতি আপনার মমতা না দেখিলে কবে মাড়াইয়া মারিয়া ফেলিতাম।"

চার্ণি হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন "হাঁ, ইহার প্রতি আমার মমতা আছে।" লুডোবিক ভ্রূভঙ্গী করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিলেন "থামুন্ বুঝেছি, কোন প্রকার কর্ম্ম ভিন্ন মানুষ ত থাকিতে পারে না, কিন্তু কয়েদীদিগের মনোমত কার্য্য কি প্রকারে জুটিয়া উঠিবে ? আমি দেখেছি অনেক লোক খুব বিদ্বান্—কাউণ্ট ! মূর্খ কয়েদী এখানে আসে না তাঁহারা বিনা-ব্যয়ে আপনা আপনি আমোদিত হইয়া থাকেন। একজন মাছি ধরেন,তায় বড় ক্ষতি নাই, আর একজন (একটু মুখভঙ্গী করিয়া) ছুরি দিয়া টেবেলের উপর কিম্ভূত কিমাকার ছবি সকল আঁকিয়া থাকেন, একবার ভাবেন না যে গৃহসজ্জা সকলের জন্য আমি দায়ী। আবার কেহ পক্ষীদিগের, কেহ বা মুষিকদিগের সহিত বন্ধুত্ব পাতান। এই সকল খেলা দেখিতে আমার এত আনন্দ যে আমার পত্নীর প্রিয় বিড়াল পাছে ইন্দুর মারে বলিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছি। বিড়াল ক্ষতি করুক আর না করুক, আশঙ্কার কারণত বটে, তাহাকে এখানে রখিয়া কেন

মহাপাতকী হইব ? আহা ! শত সহস্র বিড়াল অপেক্ষা কয়েদী-দিগের একটী পক্ষী বা মুষিকের মূল্য অধিক ! ”

কারারক্ষক চার্‌ণিকে বালকবৎ ক্রীড়াপ্রিয় মনে করিয়াছেন এই ভবিয়া চার্‌ণি কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন “ আপনার সাধুতাকে ধন্যবাদ ! কিন্তু এই বৃক্ষটী যে আমার কেবল আমোদের বস্তু এরূপ মনে করিবেন না ।”

লুডোবিক—“ভাল, তাতেই বা কি ? শৈশবকালে যে বৃক্ষ-তলে আপনার মাতার সঙ্গে আধ আধ কথা কহিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা যদি তাহা স্মরণ হয় হউক না কেন ? কারারক্ষক ত সে জন্য আপনাকে কিছু বলে নাই। আমি যাহা দেখিতে চাহি না, তাহার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকি। কিন্তু যদি গাছটী বাড়িয়া বৃহৎ হয় এবং আপনাকে প্রাচীরে উঠিবার সাহায্যদান করে, সে স্বতন্ত্র কথা ; (হাস্য করিয়া) যাহাহউক এখনও কিছু দিন সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি স্বেচ্ছানুসারে পদ চালনা করেন আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু বিনা আদেশে তাহা করিতে দিতে পারি না। যদি পলায়নের চেষ্টা পান—“ আপনি কি করিবেন ? ”

‘কি করিব ? সে ভার আমার,আমি স্বহস্তে আপনাকে গুলি করিব অথবা প্রহরীকে হুকুম দিব সে গুলি করিবে। একটা বিছা মারিতে যেমন কষ্ট হয়, তখন আপনাকে মারিতে সেইরূপ হইবে।” কিন্তু আপনার আগাছাটীর কি একটী পত্রও ছিঁড়িতে পারি ? কখনই না—আমার কখনই সেরূপ অন্তঃকরণ নয়। ‘কারারক্ষক হইয়া যে ব্যক্তি কারারুদ্ধ অভাগার মনোনীত একটী

মাকড়সার গায় হাত তোলে, সে কাপুরুষ নরাধম, স্বীয় পদের যোগ্য নহে। মাকড়সার উল্লেখ করিয়া একটী গল্প লুডোবিকের মনে পড়িয়া গেল এবং তিনি বলিলেন "শুনুন মাকড়সার সাহায্যে এক জন কয়েদী কেমন মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

চারণি আশ্চর্য্য হইয়া "কি! মাকড়সার সাহায্যে?'

কারারক্ষক বলিলেন, "হাঁ, দশবৎসর হইল; সে লোকটির নাম ডিস্‌জন্ বল। তিনি আপনার ন্যায়ই এক জন ফরাসী, কিন্তু হলণ্ডে কর্ম্ম করিতেন এবং ওলন্দাজেরা ফ্রান্সের বিদ্রোহী হইলে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ৮ বৎসর রুদ্ধ ছিলেন, উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। দুর্ভাগ্য ডিসজন বল ৮ বৎসর কাল কারাশায়ী হইয়া চিত্তবিনোদনের কোন উপায় পান না, অবশেষে মাকড়সারা কি করে, তাহাই অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহাদের কার্য্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহার এমন ক্ষমতা হইল যে আকাশের কিরূপ অবস্থা হইবে ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে বলিতে পারিতেন। তিনি দেখিতেন যে সময় আকাশ নির্ম্মল হয় বা হইবার উপক্রম হয়, সে সময় মাকড়সারা চক্রাকার জাল বুনিয়া থাকে; কিন্তু বৃষ্টি কি শীতাগমের সম্ভাবনা বুঝিলে অদৃশ্য হইয়া যায়।

১৭৯৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সের সৈন্যগণ যখন বিদ্রোহ দমনার্থ হলণ্ডে গমন করিলেন, তখন হঠাৎ বরফরাশি গলিয়া দেশটী এরূপ জলপ্লাবিত হইল যে সেনাপতিদিগের যুদ্ধের কল কৌশল ঘুরিয়া গেল, এবং তাঁহারা ডচদিগের নিকট

হইতে কিছু টাকা পাইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতে পারিলে মান রক্ষা হয় ভাবিতে লাগিলেন। ডিসজন-বল নিরুপায় হইয়া ফরাসীদিগের পক্ষ হইয়াছিলেন এবং তাহাদের জয়-কামনায় মনোযোগ পূর্ব্বক মাকড়সার জাল দেখিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন শীঘ্র বরফপাত হইবে এবং তাহাতে নদী খালের উপরিভাগের জল জমাট হইয়া সুগম পথ হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনাপতির নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে দুই সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় বরফপাত হইবে। সেনাপতি কারাবাসীর বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়া অথবা আপনার ইচ্ছানুরূপ কথায় বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া ছাউনী পরিত্যাগ করিলেন না। দ্বাদশ দিন পরে যখন জল জমিতে আরম্ভ হইল, ডিসজন মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন ফরাসিরা জয়ী হইলে আমাকে কারামুক্ত করিবেন। বস্তুতঃ তাহাই হইল, ফরাসীরা জয়পতাকা হস্তে ইউট্রেচ্ট নগরে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে ডিসজনকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন।' কাউণ্ট ! ইহা একটী বাস্তব ঘটনা ; তদবধি ডিসজন মাকড়সাদিগের সহিত অধিক বন্ধুত্ব করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের ইতিহাস লিখিলেন। কি আশ্চর্য্য ! আমরা যাহা কখনই বুঝিতে পারি না, তাহা এই কীটেরা বুঝে এবং আমরা যাহা করিতে পারি না, তাহা ইহারা সম্পন্ন করিয়া থাকে ! তাহাদিগের কেহ কাহাকেও শিখায় না, তাহারা নিশ্চয় ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞানে ভূষিত !

চারণি আপনার দৃষ্টান্তে ডিসজন বলের অবস্থা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। তিনি এই গল্পটী শ্রবণ করিয়াও তাঁহার

বৃক্ষটীর প্রতি লুডোবিকের যত্ন দেখিয়া যার পর নাই প্রীত ও মোহিত হইলেন। এখন কারারক্ষকের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি হওয়াতে তিনি নিজে কি জন্য বৃক্ষটীকে এত ভাল বাসেন, বাচালতা প্রকাশপূর্ব্বক তাহার কারণ দর্শাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন" প্রিয়তম লুডোবিক! আপনার স্নেহের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি জানিবেন বৃক্ষটী কেবল আমার আমোদের বস্তু নয়। আমি ইহার দেহতত্ত্ব আলোচনা করিতেছি।" চারণি দেখিলেন যে সে ব্যক্তি তাঁহার কথা বোধগম্য করিতে না পারিয়া কর্ণপাত করিয়া রহিয়াছে। তখন বলিলেন যে "এটী যে জাতীয় বৃক্ষ, আমার বিবেচনায় তাহার রোগ-প্রতীকারক গুণ আছে। আমি সময় সময় যে রোগে আক্রান্ত হই, ইহাদ্বারা তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে।" চারণি এস্থলে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" করিয়া এক প্রকার মিথ্যা কথা কহিলেন। কিন্তু হায়! সামান্য ক্রীড়ায় আসক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার যত লজ্জা হইল, মিথ্যা বলিতে তত লজ্জা হইল না!

লুডোবিক গৃহ হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিয়া বলিলেন "কাউণ্ট! এ বৃক্ষ অথবা এই জাতীয় বৃক্ষ যদি আপনার এত উপকার করিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে ইহাতে জল সেচন করিয়া প্রত্যুপকার করা কি উচিত নয়? আমি যত্ন না করিলে দুর্ভাগ্য আগাছা কবে মরিয়া যাইত। এক্ষণে নমস্কার, বিদায় হই।"

চারণি কারারক্ষকের সাধুতায় আরও বিমোহিতহইয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন "হে দয়ালু লুডোবিক, এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর। তুমি আমার সন্তোষের জন্য এত ভাবিয়া থাক, কিন্তু এক

দিনও আমাকে ত কিছু বল নাই? তোমার ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে অসাধ্য; তথাপি মিনতি করি, আমার প্রদত্ত এই পুরস্কারটী গ্রহণ কর। এই বলিয়া তাঁহার মদ খাইবার পুরাতন রূপার বাটীটী বাহির করিয়া দিলেন। লুডোবিক তাহা হস্তে করিয়া লইলেন এবং আশ্চর্য্য হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"সম্ভ্রান্ত কাউণ্ট! কি জন্য এ পুরস্কার? ফুলগাছ সকল কিছু জল পান করিতে চায়, তা মদের দোকানে পানাসক্ত হইয়া না মরিয়া আমরা কি তাহাদিগকে কিছু জলপান করাইতে পারি না?" এই বলিয়া তিনি বাটীটী প্রত্যর্পণ করিলেন।

কাউণ্ট নিকটে অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু লুডোবিক সম্ভ্রমে সরিয়া গেলেন এবং বলিলেন 'না না' কেবল বন্ধু বা সমতুল্য ব্যক্তিই হস্তধারণের যোগ্য।"

"লুডোবিক, তুমি আমার বন্ধু হও।"

কারারক্ষক বলিলেন "না, না তা হইবে না। এ পৃথিবীতে একটু পরিণামদর্শিতা চাই। আপনায় আমায় আজি যদি বন্ধুত্ব হয় আর কালি আপনি পলাইতে চেষ্টা করেন, আমি কোন্ প্রাণে শান্তিরক্ষকদিগকে বলিব 'গুলি কর'? না, আমি আপনার রক্ষক, কারারক্ষক এবং গরিব ভৃত্য।"

চাঁরণি এক্ষণে আর একটী শিক্ষা লাভ করিলেন। তিনি কারারক্ষকের দৃষ্টান্তে বুঝিলেন যে মানব-প্রকৃতিতে সাধুতা ও অসাধুতা আশ্চর্য্যরূপে মিশ্রিত আছে। অতঃপর তিনি ঘোরতর পীড়ায় আক্রান্ত হন, কারারক্ষক লুডোবিক তাঁহার সেবা

শুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। কাউণ্ট ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বৃক্ষটীর রোগ প্রতিকারক গুণ আছে। পাছে কারারক্ষক তাঁহাকে বালকবৎ বলিয়া তাচ্ছিল্য করেন, সেই আশঙ্কায় তিনি এই মিথ্যা কথাটী বলিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ তিনি এতদিন বৃক্ষটীর গুণের বিষয়ে কিছুমাত্র জানিতেন না। যাহাহউক ইহাদ্বারা তাঁহার এক প্রকার প্রাণ রক্ষা হইল বলিতে হইবেক। তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক দেখিয়া কারারক্ষক কারাগারের চিকিৎসককে নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার সাহেব যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না। চার্ণি বিকারে অচৈতন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "পিসিওলা পিসিওলা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ বৃক্ষকে পিসিওলা বলিয়া ডাকিতেন, ইহার অর্থ কারা-কুসুমিকা। লুডোবিক ঐ নাম শুনিবা মাত্র মনে করিলেন, আর কিছু নয়, ঐ বৃক্ষ দ্বারা চার্ণীর রোগপ্রতীকার হইবেক, তাহাতেই তিনি উহার নাম করিতেছেন। কিন্তু কি প্রকারে ইহা সেবন করাইতে হইবে? যাহাহউক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক এই ভাবিয়া স্বীয় পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া পিসিওলার কতকগুলি পাতা সিদ্ধ করিলেন। ইহার আস্বাদ অতি তীব্র ও তিক্ত হইল—লুডোবিক্ বলিয়া উঠিলেন যখন ইহা এত তিক্ত, ইহার গুণ অবশ্যই মহৎ হইবে। যাহা হউক প্রকৃতি সহায়তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে ঔষধ সেবন করাতে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল এবং সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। চার্ণি রোগমুক্ত হইয়া যখন দেখিলেন তাঁহার আদরের গাছ-

টীর পত্র সকল ছিন্ন হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কিন্তু এটি তাঁহার মিথ্যা কথার শাস্তি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন এবং ইহার দ্বারা তাঁহার শারীরিক রোগ যত আরোগ্য হউক না হউক, তাঁহার ধর্ম্মোন্নতির সহায়তা করিল। চার্‌ণির পীড়ার পূর্ব্বে তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষটীর চতুর্দ্দিকে একটী আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার নাম "মনোহারিণীর কুঞ্জ" রাখিয়াছিলেন। বৃক্ষটী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। দয়ালু লুডোবিক্ বৃক্ষটীর নাম 'কারা-কুসুমিকা' রাখেন এবং ইহার রক্ষার্থ অনেক যত্ন করেন, তিনি কারা-কুসুমিকার 'ধর্ম্ম পিতা' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন।

চার্‌ণি এক্ষণে যদৃচ্ছাক্রমে উঠানে বেড়াইতে পারেন, চিকিৎসকের নিকট এমন অনুমতি পাইলেন, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল থাকাতে এ অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক এই রুগ্ন অবস্থায় চিন্তা করিতে তাঁহার মন স্বতঃ ধাবমান হইত তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার চিন্তার বিঘ্ন জন্মাইবার কিছুই ছিল না। কেবল পূর্ব্বে যেখানে জানালার নিকটে মক্ষিকা-ধৃতকারীকে দেখিয়াছিলেন, সেই খানে দ্বিতীয় এক মূর্ত্তি সময় সময় নয়নগোচর হইত। লুডোবিক একটু আলাপী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য সাধনের অন্যথা করিয়া চার্‌ণির নিকট কখনই ভদ্রতা প্রকাশ করিতে আসিতেন না। কাউণ্ট প্রতিদিন তাঁহার বৃক্ষটীর যে সকল গুণ গাঢ় আলোচনা দ্বারা অবধারণ করিতেন, তাহা লিখিয়া রাখিবার জন্য

উৎসুক হইতেন ; কিন্তু কারালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া কাগজ কলম কোন ক্রমেই পাইতেন না।

লুডোবিক বলিলেন "কাগজ কলমের জন্য কেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি চান না ? আমার দিতে সাহস হয় না এবং তাহা দিবও না।"

কাউণ্ট উত্তর করিলেন "আমি কখনই তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে চাই না।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা" এই কথাটী বলিয়া লুডোবিক স্বদেশী ইটালীয় সুরে একটী গান করিতে করিতে কারাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চার্ণি কারগারের অধ্যক্ষের নিকট নম্রতা স্বীকার করিতে অক্ষম, আবার আপনার অভিলাষটীও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ছুরী দ্বারা তিনি একটি কাঠী চাঁচিয়া কলম করিলেন এবং আলোকের শিখা লাগিয়া যে ভুষা পড়িয়াছিল তাহা একটী বোতলে পূরিয়া জলদিয়া গুলিলেন এবং কাগজের পরিবর্ত্তে আপনার কেম্ব্রিকের রুমালে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পিসিওলা এখন কুসুমিত, এবং আর আর ঘটনার মধ্যে তিনি দেখিলেন ইহার ফুল্ল সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে এবং উত্তমরূপে কিরণ লাভ করিবার জন্য সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টির আশঙ্কা হয়, তখন আসন্ন বৃষ্টিঝটিকা হইতে সাবধান হইবার জন্য নাবিকেরা যেরূপ পাল গুটায়, পিসিওলাও সেইরূপ মাথা হেঁট করিয়া পত্র সকল মুদিত করে। কাউণ্ট মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "উত্তাপ কি

ইহার পক্ষে এত আবশ্যক? কিন্তু যে ছায়া এমন স্নিগ্ধ তাহা দেখিয়া সে ভয় পায় কেন? ইহার কারণ কি, আমি জানিতে চাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার বৃক্ষ ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে।" যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেন, একটী পুষ্পের উপর তাঁহার এত বিশ্বাস হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চারণি তাঁহার পুষ্পের চিন্তায় দিন দিন অধিকতর নিমগ্ন হইলেন; পুষ্পও নিঃশব্দে তাঁহার শিক্ষক ও সহচরের কার্য্য করিতে লাগিল। পুষ্পটির উন্নতির ক্রম সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন তাঁহার ইচ্ছা, কিন্তু প্রতিক্ষণ ইহার প্রকৃতি মধ্যে যে সকল স্বাভাবিক, সূক্ষ্ম ও জটিল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল, তৎ প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যাহাহউক এইরূপ পরিদর্শন করিতে করিতে অন্যান্য দিন অপেক্ষা এক দিন তাঁহার মন অধিকতর অবসন্ন ও দুর্ব্বলতাতে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ অবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন এমন সময়ে লুডোরিক তাঁহার নিকট একটী উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র আনয়ন করিলেন। গবাক্ষের নিকটে যে অপরিচিত ব্যক্তি মক্ষিকা ধৃত করিতেন, এই যন্ত্রটী তাঁহারই। তিনি ইহার সাহায্যে ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের শরীর পরীক্ষা করিতেন এবং একটী মক্ষিকার চক্ষু মধ্যে ৮০০০ আট হাজার খণ্ড স্বচ্ছ কাচ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। চারণি যন্ত্রটী পাইয়া আনন্দে অধৈর্য্য হইলেন, তাঁহার বৃক্ষের

ক্ষুদ্র পরমাণু সকল শত গুণ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইল। সহজ উপায়ে অদ্ভুত ব্যাপার সকল আবিষ্কার করিবার আশায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি পুষ্পের বহিরাবরণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন পুষ্পের দল সকল অতি উজ্জ্বল ও সুন্দর ধূমল বিন্দু রঞ্জিত এবং ইহার কেশরগুচ্ছ মখমলের ন্যায় চিক্কণ। এই সকল দ্বারা কেবল নয়নরঞ্জন শোভা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু পুষ্পের অভাব অনুসারে সূর্য্যকিরণ সকল সঞ্চিত বা বিকীর্ণ হইয়া থাকে। তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন যে উজ্জ্বল ও সুচিক্কণ পুষ্পরেণু সকল রস-প্রণালীর মুখ স্বরূপ, ইহারা বীজ সকলের পুষ্টিসাধনার্থ বায়ু, উত্তাপ ও শৈত্য* গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারে। যদি আলোক না থাকিত, বর্ণ উৎপন্ন হইতে পারিত না এবং বায়ু ও উত্তাপের অভাবে বৃক্ষের জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ উদ্ভিদ্ রাজ্য বায়ু, শৈত্য, উত্তাপ ও আলোকে নির্ম্মিত এবং মৃত হইলে তাহাদের পরমাণু পুঞ্জ এই সকল মূল পদার্থের সহিত পুনরায় মিশ্রিত হইয়া যায়।

চার্ণি এইরূপে তাঁহার বৃক্ষটীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আনন্দ অনুভব পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে দুই ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যগতি দর্শন করিতেছিলেন। এই দুই ব্যক্তির একজন সেই মক্ষিকাধারী গির্হারদী এবং আর একজন তাঁহার দুহিতা। চার্ণির আচরণ দেখিয়া ইহাঁদের মন দয়ার্দ্র ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল।

* শৈত্য—জলীয় পরমাণু সকল।

স্বভাব কবিকল্পনাকে অতিক্রম করে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে যেরূপ সুন্দরী রমণী অবতীর্ণ হন, এই কন্যাটী সেইরূপ। তিনি শৈশবাস্থায় মাতৃহীনা হইয়া পিতাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সমুদায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, সাধুতা ও গুণগ্রাম দর্শনে অনেক বর বিবাহার্থী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মন কাহারও প্রতি মুগ্ধ হয় নাই। তাঁহার মনে অন্যচিন্তা ছিল না, পিতার বন্ধনদশা ভাবিয়া সর্ব্বদা শোকে উথলিত হইতেন। তিনি জানিতেন সুখী ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় দুঃখিনীর স্থান হইতে পারে না, এই জন্য দুঃখীর অশ্রুজল মোচন ও সান্ত্বনা দান তিনি আনন্দ ও গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিতেন। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল। কিন্তু যে অবধি চার্‌ণিকে দেখিলেন, সেই অবধি তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। পিতার ন্যায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমবেদনা উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বৃদ্ধপিতার প্রতি তিনি যেরূপ একান্ত অনুরক্ত, তাহাতে অন্যের প্রতি প্রণয় সহজে সঞ্চারিত হইবার নহে। চার্‌ণির তেজস্বী ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি ছিল বটে, কিন্তু সম্পদ্‌কালে সে মূর্ত্তির আকর্ষণ কখনই এতাধিক হইত না। বালিকা মানবজীবনের সহিত পরিচিত না থাকাতে দুর্ভাগ্যকে একটী গুণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই আকর্ষণে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত হইল।

চার্‌ণি পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে

পারিলেন, দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহার বৃক্ষটী হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গন্ধ নির্গত হয়। প্রথমে বোধ হইল, ইহা তাঁহার কল্পনার খেলা মাত্র; কিন্তু বারম্বার পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হইল। অবশেষে বৃক্ষের আঘ্রাণ লইয়া কখন কয়টা বাজিয়াছে ঠিক্ করিয়া বলিতে পারিতেন। পিসিওলা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে মুকুলশোভিত হইল। লুডোবিককে ধন্য-বাদ! তিনি উঠানে একটী বসিবার স্থান প্রস্তত করিবার জন্য দুর্ভাগ্য কয়েদীকে সাহায্যদান করিলেন, চার্ণি তথায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রিয় তরুর সহবাস উপভোগ করিতে লাগি-লেন। কখন কখন অপরাহ্ণকালে তিনি এক প্রকার দিবাস্বপ্ন বা কল্পনার ক্রীড়ায় অভিভূত হইতেন—তখন তাঁহার চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইয়া দূরবর্ত্তী বিচিত্র ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিত। একদিন তিনি ভাবিলেন তিনি তাঁহার পুরাতন প্রাসাদে রহিয়াছেন; ভোজের রাত্রি; শত শত যানের ঘর্ঘর শব্দ তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে এবং মশালের আলোক তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতেছে। একতান বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল— নৃত্য আরম্ভ হইল। বর্ত্তিকালোকের স্রোতে নৃত্যশালা ভাসমান, এবং রত্নালঙ্কার দামে সুন্দরীদিগের শরীর শোভমান হইল। গর্ব্বিতা টালীন, রূপবতী রিকামির তথায় উপস্থিত এবং রাজ্যাধিনায়কের পত্নী জোজেফাইন শালীনতা ও সৌন্দর্য্যে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মানা হইলেন। অন্যান্য রমণীগণ সুরুচি ও মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ দ্বারা রূপ যৌবন যত মোহনীয় করা যাইতে পারে, তৎপক্ষে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে

কাহাকেও দেখিয়া চার্ণির মন মোহিত হইল না। তিনি সামান্য শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা একটী বালিকাকে দর্শন করিলেন; তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সস্মিতবদন তাঁহার একমাত্র অলঙ্কার; যতই সেই মূর্ত্তির প্রতি চার্ণি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই অন্যান্য আকৃতি অদৃশ্য হইতে লাগিল। এখন তাঁহারা উভয়ে নির্জ্জনে আছেন বোধ হইল এবং কল্পনাপথে যতই তিনি সেই রমণীর নিকটতর হইলেন, তাঁহার নিবিড় কেশপাশ একটী কুসুমে শোভিত বোধ হইল—ইহা তাঁহার কারাগৃহেরই কুসুম! তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি অজ্ঞাতসারে বাহু প্রসারণ করিলেন, অমনি সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল—কুসুম ও বালিকা পরস্পরে যেন পরস্পরের মধ্যে লুক্কায়িত হইল। তাঁহার গৃহ প্রাচীর অন্ধকারপ্রায় হইল; একে একে আলোক সকল নির্ব্বাণ হইয়া গেল; অবশেষে চৈতন্য কল্পনাকে বিদায় করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দিল! কি আশ্চর্য্য! কেহ কোথায় নাই। তিনি চৌকীর উপর উপবিষ্ট, সূর্য্য অস্তমিত প্রায় এবং পিসিওলা তাঁহার সম্মুখে শোভমান।

তিনি অনেক সময় এইরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন দেখিতেন; কিন্তু কুসুম-ভূষিতা বালিকা মূর্ত্তিমতী পিসিওলা এই মোহন চিন্তায় প্রধান লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইত। ইহা যে গত কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয় তাহা তিনি বুঝিতেন, তবে কি ইহা কোন ভবিষ্য-সূচনা? এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা তিনি আবশ্যক বোধ করিতেন না; সেই মনোহর প্রতিমাটী ভাবিতে সুখ হয়, ইহাই কেবল অনুভব করিতেন। তিনি যেমন চিন্তার, সেইরূপ

হৃদয়েরও, একটী বস্তু পাইলেন; জীবিত এক ব্যক্তি তাঁহার মনের ভাব বুঝে, তাঁহার সঙ্গে হাস্য করে এবং তাঁহাকে ভাল বাসে,—তাঁহার প্রীতির পূর্ণপাত্র, তাঁহার জীবনে জীবিত। তিনি কল্পনায় তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য চক্ষু মুদিত করিতেন। যেন দুইজনে এক-হৃদয় মাত্র—এক প্রাণ দুই দেহে অবস্থিত!

ফিনেষ্ট্রেল দুর্গের বন্দী কঠোর জ্ঞানানুশীলনের পর এই অপূর্ব্ব সুখরসের আস্বাদ লইতেন; পুষ্পের গর্ভ হইতে মধু-মক্ষিকাগণ যেমন সুগন্ধ ও মধু আহরণ করিয়া আনে, সেইরূপ কবিকল্পনা রাজ্যে ভাবুকগণ গভীররূপে প্রবিষ্ট হইয়া কত সুখই সংগ্রহ করিয়া থাকেন! তাঁহার জীবন এখন দ্বিবিধ, একটী অপরটীর অর্দ্ধাংশমাত্র; ইহার অন্যতরটী পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য ঈশ্বরবর্ষিত অজস্র সুখের কেবল অর্দ্ধমাত্র সম্ভোগ করেন। পিসিওলা কুসুম ও পিসিওলা রূপসী বালা—এক্ষণে তাঁহার সময় দুই অংশে বিভক্ত করিয়া লইল। তিনি চিন্তা ও পরিশ্রমের পর আনন্দ ও প্রণয় সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরহার্দী গবাক্ষ হইতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া চার্ণির সহিত সম্ভাষণ করিতেন। একদিন প্রাতে ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে যতদূর সাধ্য নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন এবং পাছে কেহ শুনিতে পায় এই ভয়ে যেনঅস্ফুটস্বরে বলিলেন

"মহাশয়! আপনাকে কিছু সুসংবাদ দিব।" চার্ণি উত্তর করিলেন "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমিও কৃতজ্ঞতা দান করিব।" বোধ হয় চার্ণি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কাহার নিকট এতদূর উপকার পাইয়াছেন অনুভব করেন নাই।

গিরহার্দ্দী বলিলেন "আমাকে কৃতজ্ঞতা দান করিবেন না; এ কার্য্য আমার কন্যা টেরিসার অভিপ্রায়েই হইয়াছে।"

"আপনার তবে একটী কন্যা আছেন; আপনি কি তাহাকে দেখিবার অনুমতি পান?"

"জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি তাহাকে দেখিবার অনুমতি পাই। আহা! আমার দুঃখিনী কন্যা অশেষ গুণের আধার। মহাশয় আপনি জানেন না সে আপনার কত কল্যাণ কামনা করে। আপনি যখন পীড়িত হন এবং তৎপরে পুষ্পের প্রতি যে অবধি আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনার জন্য তাহাকে সর্ব্বক্ষণ ভাবিত দেখিতে পাই। আপনি জানালার ধারে অবশ্যই কখন না কখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন?

"এ কি সত্য; তিনি আপনার কন্যা"?

"হাঁ নিঃসন্দেহ; কিন্তু তার বিষয় বলিতে গিয়া আমি আপনাকে যে সংবাদ দিতে আসিলাম, তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। সম্রাট মিলান নগরে যাইতেছেন, তথায় ইটালীর রাজমুকুট ধারণ করিবেন।"

"কোন সম্রাট?"

"কেন, সেনাপতি বোনাপার্টী ? আপনি কি জানেন যে ফ্রান্সের সর্ব্বাধ্যক্ষ সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম সম্রাট্ নেপোলিয়ন এবং তিনি ইটালী জয় করিয়া সেই দেশের রাজপদে অভিষিক্ত হইবার জন্য মিলানে যাইতেছেন ?"

চার্ণি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ইটালীর রাজা! তাহাতে কি ? তিনি আপনার ও আমার উপরে অধিক প্রভুত্ব লাভ করিবেন।" চার্ণি এই রাজনৈতিক ঘটনার ফল কি হইবে জানিতেন না এবং ইহা অপেক্ষা কারা-কুসুমিকার জন্য অধিক চিন্তিত ছিলেন। তিনি বলিলেন "আমি লজ্জিত হইতেছি, আপনার অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী অনেকদিন ধরিয়া রাখিয়াছি। ইহা না পাইয়া আপনার ক্ষতি হইতেছে। ভবিষ্যতে আর একবার আমাকে দেখিতে দিবেন এই প্রার্থনা।"

দয়ালু বৃদ্ধ চার্ণির কথার ভাবে বুঝিতে পারিলেন, তিনি যন্ত্রটী ফিরাইয়া দিতে বড় ইচ্ছুক নন। অতএব বলিলেন" ইহা না পাইলেও আমার চলিবে, আমার আরও অনেক অণু-বীক্ষণ আছে। আপনার দুর্ভাগ্য সহবন্দী যে আপনার কল্যাণ কামনা করে, তৎস্মরণার্থ উহা আপনার নিকট রাখিয়া দিউন্।

চার্ণি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গিরহার্দ্দী তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন "আমি আপনাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি, অগ্রে তাহা শেষ করি। লোকে বলে আগামী অভিষেকের সময় অনেক অপরাধীকে ক্ষমা করা হইবে, আপনার সপক্ষতা করিতে পারেন এমন কি কোন বন্ধু আছেন ?"

চার্ণি বিমর্ষভাবে মস্তক নাড়িয়া বলিলেন "আমার কোন্ বন্ধু নাই!"

"কোন বন্ধু নাই!" বৃদ্ধ দয়ার্দ্র হইয়া এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। "তবে কি আপনি স্বজাতির প্রতি সন্দেহ করিতেন? বন্ধুত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ভাল ভাল, যদি আপনার বন্ধু না থাকে, আমার এমন বন্ধুগণ আছেন, তাঁহারা বিপদ্‌কালেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইবার নহেন। তাঁহারা আমার জন্য চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন বটে, কিন্তু হয় ত আপনার জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন।"

কাউণ্ট দারুণ ঘৃণা ও দ্বেষসূচক বাক্যে উত্তর করিলেন, "সেনাপতি বোনাপার্টির নিকট আমি কিছুরই জন্য প্রার্থনা করিব না। "চুপ চুপ, আস্তে বলুন, আমি বোধ করি কে এক জন আসিতেছে;" বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পিতা যেমন পুত্রকে স্নেহপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করে সেইরূপে বলিতে লাগিলেন ঃ—"প্রিয় বন্ধু! তোমার এখনও রাগ দূর হয় নাই, কিন্তু আমি বিবেচনা করি, কয়েক মাসাবধি তুমি যে প্রকার বিষয় অধ্যয়ন করিতেছ, তাহাতে তোমার মনে ঈশ্বরনিষিদ্ধ এবং পৃথিবীর মহানিষ্টকারী বিদ্বেষভাব নির্ব্বাণ হওয়া উচিত ছিল। তোমার পুষ্পের সুগন্ধ হইতে তুমিও কেন সদ্ভাব শিক্ষা না কর। দেখ, বোনাপার্টি হইতে তোমা অপেক্ষা আমার অধিক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সে আমার পুত্রের প্রাণহন্তা।'

চার্ণি প্রত্যুত্তর করিলেন "আপনি পুত্রের প্রাণবধের প্রতি-

শোধ লইবার জন্য বোনাপার্টির প্রাণবধের না ষড়্যন্ত্র করিয়াছিলেন ?

বৃদ্ধ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়াই যেন বলিলেন "আমি দেখিতেছি,তুমিও সেই মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করিয়াছ। সত্য বটে, যখন আমার শোকের প্রথম আবেগ-কাল, তখন নেপোলিয়নের জয়ধ্বনিতে গগন ফাটিয়া যাইতে দেখিয়া এক একবার আমি রোষ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতেই আমি ধৃত হই, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিকট এক-খানি ছুরিকা পাওয়া যায়। যে সকল গুপ্তচর মিথ্যা ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা আমাকে বোনাপার্টির প্রাণহননেচ্ছু বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইল; পুত্রহীন শোকার্ত্ত পিতাকে তাহারা হত্যাকারী বলিয়া নির্যাতন করিতে লাগিল। সম্রাট প্রতারিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; যদি তিনি তাদৃশ মন্দ লোক হইতেন, আমাদের উভয়েরই শিরশ্ছেদ করিতে পারিতেন। তিনি যদি এখন আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন, তাহাহইলে আমি তাঁহার দয়ার জন্য অবশ্য তাঁ-হাকে ধন্যবাদ দিব, কিন্তু ইহাদ্বারা তিনি পূর্ব্বকৃত একটী ভ্রম সংশোধন করিবেন মাত্র। আমার নিজের জন্য আমি ভাবি না, ঈশ্বরের দয়ার উপরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং তাঁহার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া কারাযন্ত্রণা আমি বহন করিতে পারি, কিন্তু আমার দুঃখে টেরিসার দুঃসহ দুঃখ হয়। একত্রে থাকায় উভয়ের কষ্ট কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয় বটে, কিন্তু তাহার জন্যই আমার কারাগার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়। তোমাকে ভাল-

বাসে এবং তোমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয় এমন কোন আত্মীয় অবশ্যই আছেন এবং তোমাকে বলি আপনার জন্য না হউক এইরূপ আত্মীয়ের সুখের জন্য বৃথা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। আমার বন্ধুগণ তোমার জন্য যে সাহায্য করিতে পারেন, তাহার প্রতিবন্ধক হইও না।"

চার্ণি কাষ্ঠহাস্য করিলেন। তিনি বলিলেন "স্ত্রী, কন্যা বা বন্ধু আমার কাঁদিবার কেহ নাই। আমি এখন আর অর্থদান করিতে পারি না, অতএব আমার পুনরাগমন জন্য কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার নাই। আমি সংসারে এখনকার অপেক্ষা অধিক সুখী ছিলাম না, অতএব তথায় গিয়া কি হইবে? কিন্তু সংসারে যদি আমার বন্ধু বা সুখের আশা থাকিত অথবা সৌভাগ্য পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিতাম, তথাপিও যে নেপোলিয়নের প্রভুত্ব বিনাশার্থ আমি প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলাম, তাহার পদানত কখনই হইতাম না, সহস্রবার তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতাম।"

"পুনর্ব্বার বিবেচনা কর।"

"যে আমার সমকক্ষ ছিল, তাহাকে কখনই সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করিব না।"

"আমি বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি, এই বৃথা গর্ব্বের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার সমুদায় ভবিষ্যতের আশা বিনষ্ট করিও না। ইহা স্বদেশহিতৈষিতা নহে, প্রগল্‌ভতা মাত্র। কিন্তু ঐ শুন এবার কে একজন যথার্থই আসিতেছে—বিদায় হই।" এই কথা বলিয়া গিরহার্দ্দী গবাক্ষদ্বার হইতে সরিয়া গেলেন।

তিনি সম্পূর্ণরূপ চক্ষুর অন্তরাল না হইতে হইতে চার্ণি বলিলেন "অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য নমস্কার নমস্কার।"

তৎক্ষণাৎ দ্বারের ঘর্ঘর শব্দ হইল এবং লুডোবিক উঠানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দৈনিক আহার আনিলেন, কিন্তু চার্ণিকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া কিছু বলিলেন না। কেবল আহার প্রস্তুত জানাইবার জন্য রেকাবগুলি নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। আর তিনি কাউণ্ট ও বৃক্ষকে কর্ত্তা ও কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাদিগকে নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চারণি ভাবিতে লাগিলেন "অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী ত এখন আমার হইল, কিন্তু কিরূপে আমি এই দয়ালু বিদেশীর দয়ার পাত্র হইলাম?" তৎপরে লুডোবিককে উঠান দিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন "এ ব্যক্তিও আমার কৃতজ্ঞতার আস্পদ; এই কর্কশ চর্ম্মের মধ্যে কেমন সাধু ও কোমলহৃদয় অবস্থান করিতেছে!" কিন্তু যখন তিনি এইরূপে চিন্তা করিতেছেন তখন শুনিতে পাইলেন যেন কোথা হইতে একটী বাক্য আসিল "দুঃখই তোমাকে এই দয়া অনুভব করিতে শিক্ষা দিল। এ দুই ব্যক্তি কি করিয়াছে? এক ব্যক্তি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার বৃক্ষে জলসেচন করিয়াছে; আর এক ব্যক্তি ইহা

সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিবার যন্ত্র যোগাইয়া দিয়াছে।” চার্ণি তখ-নও মনোমধ্যে বিতণ্ডা করিতে করিতে বলিলেন “কিন্তু বুদ্ধির বাক্য অপেক্ষা হৃদয়ের বাক্য অধিক সত্য, আমার হৃদয় বলিতেছে তাহাদের দয়া সামান্য নহে।” সেই বাক্য উত্তর দিল “হাঁ, এই দয়া তোমার প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া তুমি ইহা স্বীকার করিতেছ। কারা-কুসুমিকা যদি না থাকিত, তুমিএ দুই ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিতে। একজনকে তুমি অতি হেয় ক্রীড়াসক্ত নির্ব্বোধ বৃদ্ধ বলিয়া দেখিতে, আর একজনকে নিষ্ঠুর ইতর লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিতে। আপনার স্বার্থপরতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে কাহাকে ভাল বাস নাই, এখন পিসিওলাকে ভাল বাসিয়াছ বলিয়া অন্যের ভালবাসা বুঝিতে পারিতেছ, প্রিয় বৃক্ষটী দ্বারাই তুমি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছ!”

চার্ণি একবার কুসুমিকার ও একবার অণুবীক্ষণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন, ফ্রান্সের সম্রাট, ইটালীর রাজা। এই ভয়ানক উপাধির প্রথমার্দ্ধ ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ভয়ানক চক্রান্তে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার গরিমা ক্ষণমাত্রও তাঁহার মনে স্থান পাইল না। একটী পতঙ্গকে গুণ গুণ শব্দ করিয়া তাঁহার পুষ্পের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তিনি যত চিন্তান্বিত, সম্রাটও রাজার জয় সংবাদে তত চিন্তিত হইলেন না!

চারণি নিজের অণুবীক্ষণ পাইয়া আগ্রহ সহকারে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমরা যদি গল্প না লিখিয়া একখানি উদ্ভিদ শাস্ত্র লিখিতাম, তাহা হইলে এক এক করিয়া তাঁহার

সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া বর্ণন করিতাম। যদিও সত্য বর্ণন আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহার সবিস্তর বর্ণনা কখনই হইতে পারে না। একজন যেমন অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে পদস্খলিত হইলে পুনরায় ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করে, চার্ণির মনে সেই-রূপ একটী যুক্তি নিরস্ত হইয়া আর একটী উদিত হইতে লাগিল। যাহা হউক স্বভাব তাঁহার শিক্ষক—সেই বৃক্ষ, পক্ষী এবং মধু-মক্ষিকা; সূর্য্য, বায়ু এবং বৃষ্টি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিল। জ্ঞানলাভার্থ বর্ত্তমান প্রবল উৎসাহে তাঁহার গত অজ্ঞানতার পূরণ হইল। যদিও লিনিয়সের প্রণালী কিছু কিছু তাঁহার স্মরণ ছিল, কিন্তু স্বয়ং সতর্কতা ও আনন্দ সহকারে পরীক্ষা করিয়া পুষ্প সকলের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব বিবাহ কৌশল অব-লোকন করিলেন এবং তাহাতেই যে নিগূঢ় বন্ধনে সমুদায় বিশ্ব দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে, তিনি প্রথমতঃ তাহা অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অশ্রুপূর্ণ হইল, অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী দূরে স্থাপন করিলেন এবং ভাবে গদ গদ হইয়া কাষ্ঠাসনোপরি হত-চেতনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, “পিসিওলা! এক সময়ে আমি ভ্রমণ করিবার জন্য সমুদয় পৃ-থিবী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; আমার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ছিল অথবা অনেকে ঐ নাম ধারণ করিয়াছিল; আর আমি প্রত্যেক বিজ্ঞান বিভাগের পণ্ডিতগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলাম; কিন্তু ইহাদের কেহই তোমার ন্যায় আমাকে শিক্ষা দিতে পারে নাই এবং তোমার নিকট হইতে আমি যে উপকার লাভ করিয়াছি, উপযাচক বন্ধু-গণ হইতে কখন তাহা পাই নাই; এই সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণে কেবল

তোমাকে অধ্যয়ন করিয়া যেরূপ ভাবিয়াছি, দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি, জীবনে এরূপ আর কোথায় কখন হয় নাই। তুমি আমার অন্ধকারের আলোক হইয়াছ, নির্জ্জন স্থানের সহচর হইয়া চিত্ত-বিনোদন করিয়াছ, এবং সকল গ্রন্থ অপেক্ষা আশ্চর্য্য গ্রন্থের কার্য্য করিয়াছ—তুমি আমাকে আমার অজ্ঞানতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছ এবং আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছ; তুমি শিক্ষা দিয়াছ যে ধর্ম্মের ন্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্রও বিনয় সহকারে শিক্ষা করিতে হয় এবং উচ্চে উঠিতে হইলে প্রথমে নীচে নামিতে হইবে; তুমি দেখাইয়াছ যে এই বৃহৎ সরণির প্রথম সোপান পৃথিবীতে নিহিত এবং তদ্দ্বারা ইহা আরোহণ করিতে হইবে। এই পুস্তকের প্রত্যেক শব্দ অগ্নিময় অক্ষরে লিখিত, কিন্তু ইহার ভাষা এরূপ আশ্চর্য্য যে প্রত্যেক শব্দ যেমন আমাদিগের মনে ভয় ও বিস্ময় সঞ্চার করে, সেইরূপ হৃদয়ে সান্ত্বনা আনিয়া দেয়। তুমি আমার নিকটে চিন্তার জগৎ প্রকাশ করিয়াছ—স্রষ্টা, স্বর্গ, অনন্তের নূতন রাজ্য দেখাইয়াছ। প্রীতির নিয়মে সমুদায় জগৎ শাসিত, ইহাই একটী পরমাণুর আকর্ষণ এবং গ্রহগণের ভ্রমণপথ নিয়মিত করিতেছে, ইহাই একটী পুষ্পকে নক্ষত্রমালার সহিত গ্রথিত করিতেছে এবং ভূগর্ভশায়ী পতঙ্গের সহিত গর্ব্বোন্নতশীর্ষ গগন-প্রেক্ষী—ঈশ্বরানুসন্ধায়ী মনুষ্যকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেছে।”
যতই হৃদয়ে চিন্তাস্রোত প্রবল হইল, ততই চার্ণির মন ঘোর আন্দোলনে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি অস্ফুটস্বরে আবার বলিলেন, “হে ঈশ্বর! কুসংস্কারে আমার বুদ্ধিকে মলিন করিয়াছে এবং তার্কিকতায় আমার হৃদয় কঠিন হইয়াছে! আমি

এখনও তোমার বাক্য শুনিতে পাই না, কিন্তু তথাপি তোমাকে ডাকিব। আমি তোমাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু তথাপি তোমার অন্বেষণ করিব!”

কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন প্রাচীরে লিখিত রহিয়াছে “ঈশ্বর একটা শব্দ মাত্র।” তিনি তাহার পার্শ্বে লিখিলেন, “কিন্তু কেবল এই শব্দে কি সৃষ্টি প্রহেলিকার মীমাংসা হইতেছে না?”

হা! এখনও এ বাক্যে সন্দেহ! কিন্তু চার্‌ণির যেরূপ কঠিন গর্ব্বিত মন, তাহাতে এ সন্দেহদ্বারাও আপনাকে তিনি অর্দ্ধ পরাজিত স্বীকার করিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস লাভের জন্য পিসিওলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি মহাগ্রন্থের যে পত্র তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত, তাহার চিন্তা ও অধ্যয়ন করিতে করিতে তাঁহার সময় শীঘ্র শীঘ্র অতিবাহিত হইতে লাগিল। যখন গভীর চিন্তায় পরিশ্রান্ত হইতেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দিবাস্বপ্নে আমোদ অনুভব করিতেন—সেই সুন্দরী বালিকা আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁহার প্রিয় পিসিওলার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার চক্ষুর নিকটে দৃশ্যমান হইত। তিনি একখণ্ড বস্ত্রে কেবল বৃক্ষের অবস্থা পরিবর্ত্তন ও উন্নতি এই সকল বাহ্য ঘটনার বিবরণ লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না—গভীর কবিত্বপূর্ণ তাঁহার দিবাস্বপ্নও তাহাতে চিত্রিত করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা সমুদায় মানসিকভাব লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু অন্তরের ভাব কি কখন কথাদ্বারাসম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়?

একদা তাঁহার স্বপ্নদর্শন কষ্টকর হইল; হঠাৎ সেই বালিকা

যেন মৃত্যুর করস্পর্শে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চার্ণির দিকে বাহু-প্রসারিত করিল, কিন্তু চার্ণি যেন শৃঙ্খলবদ্ধ, হস্ত পদ চালনায় অক্ষম, কিসে বাঁধিয়াছে বুঝিতে না পরিয়া তিনি পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! কোথা হইতে বামাস্বরে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চীৎকারের প্রতিধ্বনি হইল। সৌভাগ্যের বিষয়! তিনি দেখিলেন, সে কষ্ট কেবল স্বপ্ন মাত্র, নিজে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট এবং তাঁহার সম্মুখে পিসিওলা বিকসিতকুসুমে সজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইতে লাগিলেন। লুডোবিক অমনি সেখানে দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও, কাউণ্ট! পুনরায় আপনি পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন দেখিতেছি; যাহাহউক ভয় নাই, পিসিওলা ঠাকুরাণী এবং আমি আপনাকে আরোগ্য করিব।"

চার্ণির শরীর তখনও কঁপিতেছে। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "আমি পীড়িত হই নাই। কে তোমাকে পীড়ার কথা বলিল?"

"কেন? মক্ষিকাধৃতকারীর কন্যা টেরিসা বলিলেন; তিনি আপনাকে গবাক্ষদ্বার হইতে দেখিয়াছেন, আপনার চীৎকার শুনিয়াছেন এবং আপনার সাহায্যার্থ আমাকে পাঠাইলেন।"

চার্ণির হৃদয় আর্দ্র হইল, বিদেশীয় বালিকা তাহার পীড়ায় এত চিন্তিত এবং বহুমূল্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রটীর সাহায্য করিয়াছেন, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞতারসে তাঁহার হৃদয় এককালে অভিভূত হইল, এবং গবাক্ষদ্বারে দুই তিন বার

যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত কল্পনার প্রতিমা তুলনা করিয়া দেখিলেন, আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য, কেবল প্রথমটীর কবরীতে কুসুমাভরণ নাই। মনোমধ্যে একটু দ্বিধা ও গ্লানি সংবরণ করিয়া তিনি কারাকুসুমিকার একটী পুষ্প তুলিয়া লইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "পূর্ব্বে আমি অক্ষুণ্ণ মনে জঘন্য রমণী-গণ ও কপট বন্ধু সকলকে রাশি রাশি স্বর্ণ ও মণিমুক্তা বিতরণ করিয়াছি, কিন্তু দাতার হৃদয় দেখিয়া যদি দানের মূল্য স্থির হয় তাহা হইলে হে পিসিওলা! তোমার নিকট হইতে যে পুষ্পটী হরণ করিলাম এতদপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ আমি কাহাকে কখনও দিই নাই।" পরে পুষ্পটী লুডোবিকের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "আমার এই ভেট বৃদ্ধের দুহিতাকে দেও। তাঁহাকে বলিও যে তিনি যে আমার এত কল্যাণ প্রার্থনা করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি এবং দুঃখী কারাবদ্ধ কাউণ্ট ডি চার্‌ণি এতদপেক্ষা মূল্যবান্ কোন পদার্থ তাঁহাকে দিতে সমর্থ হইলেন না।"

লুডোবিক তাচ্ছিল্যভাবে পুষ্পটী গ্রহণ করিলেন; তিনি বৃক্ষের প্রতি কারাবাসীর যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ জানিতেন, তাহাতে টেরিসার সামান্য যত্নের জন্য এতাধিক পুরস্কার কেন বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর বলিলেন "আচ্ছা, এই নমুনা দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিবে আমার ধর্ম্মকন্যা কেমন সুন্দরী!"

চার্‌ণি আবার বৃক্ষটীর পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন এবং প্রতি-দিন নূতন নূতন আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন।

পিসিওলা এখন পূর্ণ সৌন্দর্য্যে শোভিতা; অন্যূন ৩০টী কুসুমে তাঁহার শরীর অলঙ্কৃত এবং অনেকগুলি মুকুল বিকাশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় চারণি একদিন যথার্থ প্রণয়ীর ন্যায় প্রফুল্লচিত্তে তাহার নিকট সমাগত হইলেন, কিন্তু শিক্ষার্থীর ন্যায় গম্ভীর ভাবও তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি হঠাৎ প্রাণপ্রিয় পিসিওলাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি অতি যত্নে তাহাতে জল সেচন করিলেন, কিন্তু পর দিনও সে পূর্ব্ববৎ অবসন্ন হইতে লাগিল। তাহার শরীরাভ্যন্তরে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। পীড়ার কারণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে এতদিন তিনি দেখেন নাই, কিন্তু দুই প্রস্তর খণ্ডের মধ্য দিয়া বৃক্ষের ডাঁটা উদ্গত হওয়াতে তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তদ্দ্বারা বৃক্ষের রস উৎকৃষ্টরূপে সঞ্চালিত হইতে পারিতেছে না। এই বাধা হইতে বৃক্ষকে মুক্ত করিতে হইবে, নতুবা তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। চারণি এ সকলি দেখিলেন, কিন্তু হায়! তাহাকে কিরূপে পরিত্রাণ করিবেন? প্রস্তর ভগ্ন বা স্থানান্তরিত করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার কারাসহচরীর প্রাণ রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু কারাধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি কি এত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন? তিনি লুডোবিকের পুনরাগমন পর্য্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং এই ঘোর সঙ্কটের কথা বলিয়া তাঁহার নিকট বিনীতভাবে প্রর্থনা করিলেন যে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বৃক্ষটীর যাহাতে মুক্তি হয়, তাহার উপযুক্ত যন্ত্রাদি প্রদান করেন।

জেলরক্ষক উত্তর করিল "ইহা অসম্ভব; আপনি কারাধ্যক্ষের নিকট প্রার্থনা করুন্।"

চার্ণি উগ্রভাবে বলিলেন "কখনই না।"

"আপনার যেমন অভিরুচি; কিন্তু আমার মতে এস্থলে এরূপ অহঙ্কার শোভা পায় না। আমি তাঁহাকে এবিষয় বলিব, আপনাকে জানাইয়া রাখিলাম।"

কাউণ্ট বলিলেন "আমি তোমাকে নিবারণ করিতেছি।"

"আপনি আমাকে নিবারণ করিতেছেন—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! আপনি কি মনে করেন আপনার আজ্ঞামতে আমাকে চলিতে হইবে? যাহাহউক আপনার যদি অভিমত হয়, সে মরে মরুক; আমার তাতে ক্ষতি কি? বিদায় হই।"

কাউণ্ট বলিলেন "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আচ্ছা কারাধ্যক্ষের নিকট আমি এই একটী মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, আমার হৃদয়ের ভাব তিনি কি বুঝিতে পারিবেন?"

"কেন না বুঝিবেন? তিনি কি মানুষ নন? আমার ন্যায় তিনি কি বুঝিতে পারিবেন না, যে আপনার বৃক্ষটী আপনার বড় প্রিয়? আরও আমি বলিব যে ইহাতে জ্বর ও সকল পীড়া আরোগ্য হয়; তিনিও বড় সবল নন, ভয়ঙ্কর বাতরোগে আক্রান্ত। ভাল ভাল, আর বাক্যব্যয়ে কাজ নাই, আপনিত একজন বিদ্বান্ লোক; এখন তাহা দেখান দেখি; তাঁহাকে একখান চিটী লিখুন, বিলম্ব করিবেন না—খুব ভাল ভাল কথা দিয়া লিখিবেন।"

চার্ণি তখনও দ্বিধা করিতেছেন, কিন্তু লুডোবিক ইঙ্গিত

করিয়া বলিলেন 'পিসিওলার জীবন-সংশয়'। চার্ণি তখন মৃদু-ভাবে সম্মতি প্রদান করিলেন, লুডোবিকও ত্রস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে অর্দ্ধ দেওয়ানী ও অর্দ্ধ ফৌজদারী ধরণের একজন কর্ম্মচারী কাগজ, কলম এবং কারাধ্যক্ষের মোহরযুক্ত একটা কাগজ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাক্ষাতে চার্ণি আবেদন পত্র লিখিলে তিনি তাহা পড়িয়া মোহরাঙ্কিত করিলেন এবং তাহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, চার্ণির হৃদয়ের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া কি আনন্দিত হইতেছেন? না একটী মুমূর্ষু বৃক্ষের প্রাণরক্ষার্থ মানী কাউণ্ট তাঁহার গর্ব্বের খর্ব্বতা স্বীকার করিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছেন? যদি ঘৃণা করেন, তবে অত্যন্ত গর্ব্বিত ব্যক্তিও কারাবাস দুঃখে যে কতদূর অভিভূত হইয়া পড়ে তাহা আপনার বোধগম্য হয় নাই; এবং যে প্রীতি প্রভাবে একজন নির্বন্ধু ব্যক্তির মন বাতুলতা ও জড়তা হইতে রক্ষিত হয়, তাহাও আপনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আপনি তাঁহাকে যে দুর্ব্বলতার জন্য নিন্দা করিতেছেন, ইহা তাঁহার প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা-সমুত্তেজিত চিত্তের অবশ্যম্ভাবী ভাব। আহা! এইরূপ পবিত্রভাবে অহঙ্কারী মন বিনীত হইলে কত না সুখের হয়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তিন ঘণ্টা কাল তিন মাসের ন্যায় গত হইল, তথাপি

আবেদনের কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। চার্ণির যে ভাবনা চিন্তা তাহা চার্ণিই জানেন। তিনি আহার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি আপনা আপনি মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ‘ভাল উত্তর অবশ্য আসিবে; এ সামান্য প্রার্থনা গ্রাহ্য না হওয়া অসম্ভব। হা! অনুগ্রহটী হয়ত সময়ে পাওয়া গেল না; পিসিওলা মৃতপ্রায়।’ সন্ধ্যা আসন্ন, তাঁহার চিন্তার উপশম হইল না; রাত্রি উপস্থিত, চার্ণি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রভাতে এই সংক্ষেপ উত্তর আসিল, “কারাগারের উঠান ইহার একটী প্রাচীরের সহিত গাঁথা, অতএব তাহা ভগ্ন হইতে পারে না।”

পিসিওলাকে তবে মরিতে হইল। তাহার গন্ধ দ্বারা দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময় আর ঠিক্ হয় না; ঘড়ীর কল বিকৃত হইলে যেরূপ হয়, তাহার অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। সে আর সম্পূর্ণ রূপে স্যর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে না। তাহার পুষ্প সকল ম্লান হইয়া গেল। মুমূর্ষু বালিকা তাহার দুঃখার্ত্ত প্রণয়ীর প্রেমপাশ ছেদ করিয়া যেমন নয়ন মুদ্রিত করে, চার্ণির প্রতি বৃক্ষটী যেন সেইরূপ ব্যবহার করিল। চার্ণি স্বীয় গৃহে বসিয়া একখানি উৎকৃষ্ট রুমালে যত্ন ও সতর্কতা পূর্ব্বক কিছু লিখিতে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন।

লেখা সমাপ্ত হইলে কাউণ্ট রুমালখানি যত্নপূর্ব্বক মুড়িলেন। তৎপরে উঠানে পিসিওলার নিকট গিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন “আমি তোমাকে বাঁচাইব।” অতঃপর গিরহার্দ্দির

গবাক্ষ হইতে এক গাছি দড়ী ফেলা ছিল, তাহাতে রুমাল বাঁধিয়া দিলেন। তাহা তৎক্ষণাৎ কে টানিয়া তুলিয়া লইল।

হা! চারুণি আপনার অভিমান আরও খর্ব্ব করিলেন। পিসিওলার প্রাণ রক্ষার্থে তিনি নেপোলিয়নের নিকট একখানি আবেদন পত্র লিখিলেন। গিরচার্দ্দী কাউণ্টকে বলিয়াছিলেন পত্র পাঠাইবার লোক করিয়া দিবেন, কিন্তু টেরিসা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া পত্র লইয়া যাইতে প্রস্তুত, চারুণি তাহার কিছুই জানিতেন না। বালিকা বিদেশযাত্রার জন্য বড় অধিক উদ্যোগ করিতে পারিলেন না, প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার নিকট বহুমূল্য। তিনি অশ্বারূঢ় হইয়া এক জন রক্ষক সঙ্গে সত্বর ফিনিষ্ট্রাল দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা যথন টিউরিন নগরে উপস্থিত হইলেন, তথন সন্ধ্যাকাল। বালিকা সর্ব্বাগ্রে এই নিরাশ সংবাদ পাইলেন নেপোলিয়ন আলেক্জ্যাণ্ড্রিয়া যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অভিষেক উৎসবে লোকেরা অত্যন্ত ব্যস্ত ও উন্মত্ত থাকাতে টেরিসার প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দিতে পারে না; তিনি তথাপি তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন যাহা মনস্থ করিয়া আসিয়াছি সিদ্ধ করিতেই হইবে, যে আপদ ঘটে ঘটুক। এই স্থানে তাঁহার সঙ্গী লোক জানিতে পারিলেন, যে আলেকজান্দ্রিয়াতে যাইতে হইলে যত পথ আসা গিয়াছে, তাহার দ্বিগুণ চলিতে হইবে, অতএব তিনি আর এক পদও অগ্রসর হইলেন না। তিনি টেরিসাকে রাত্রে সেই পান্থশালায় বিশ্রাম করিতে বলিয়া সত্বর বিদায় লইলেন—রাত্রি প্রভাত হইলেই তাঁহাকে বাটী প্রতিগমন করিতে হইবে। একাকী বিদেশে পড়িয়া

রহিলেন ভাবিয়া সরলা টেরিসা প্রথমে হতজ্ঞান-প্রায় হইলেন, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞার কিছুমাত্র শৈথিল্য করিলেন না। তিনি শুনিলেন রাত্রি প্রভাত না হইলে কোন যান পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আলস্যে সমস্ত রাত্রি অবসান করা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ।

গৃহের এক পার্শ্বে দুই জন স্ত্রী পুরুষ ভোজন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বণিকদের সহযাত্রী বোধ হইল। আস্তাপোলে তাহাদের ঘোড়াদিগকে জাবনা দিবার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন সত্য এবং পথশ্রমের পর আশ্রয় পাইয়াও তাহারা সুখী হইয়াছে ইহাও তিনি শুনিলেন, কিন্তু তাহাদের সাহায্যের উপরেই তাঁহার একমাত্র ভরসা।

তিনি কম্পিতস্বরে স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, "আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ক্ষমা করিবেন, আপনারা টিউরিন্ হইতে কোন্ দিকে যাইবেন ?"

"কেন গো! আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে যাইতেছি।"

"আলেকজান্দ্রিয়া! আমার ইষ্ট দেবতা দয়া করিয়া আমার জন্যই আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছেন!"

"স্ত্রীলোকটী বলিলেন "তবে তোমার ইষ্ট দেবতাই আমাদিগকে অতি কষ্টকর পথ দিয়া আনিয়াছেন।"

পুরুষটী টেরিসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কি চাও ?"

"অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্যে আলেক্জান্দ্রিয়াতে যাইবার প্রয়োজন। আমাকে সঙ্গে করিয়া কি লইবেন ?"

স্ত্রীলোকটী বলিলেন "ইহা অসম্ভব।"

টেরিসা উত্তর করিলেন "আমি আপনাদিগকে বেশী করিয়া ভাড়া দিব। আমি দশ মুদ্রা দিতেছি।"

তৎশ্রবণে পুরুষ পুনরায় বলিলেন "আমি জানি না, কেমন করিয়া ইহা হইবে। বসিবার স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, তুমি বড় লোক নও বটে, কিন্তু তিন জনের সমাবেশ হওয়া ভার। আরও আমরা রিবিগানো পর্য্যন্ত যাইতেছি—আলেকজান্দ্রিয়ার অর্দ্ধেক পথ অবশিষ্ট থাকিবে।"

"ভাল, ভাল, সেই পর্য্যন্তই লইয়া যান, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যাইতে হইবে।"

এই মুহূর্ত্তে! কি আকাঙ্ক্ষা! প্রাতঃকাল না হইলে আমরা যাত্রা করিতে পারি না।"

"আমি আপনাদিগকে দ্বিগুণ ভাড়া দিব।

"পুরুষ তাহার স্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন, কিন্তু তিনি মাথা নাড়িলেন, বলিলেন "বেচারা ঘোড়ারা মরিয়া যাইবে।"

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কিন্তু কুড়ীটা টাকা!"

কুড়ী টাকার এত মায়া, ১১টা বাজিবার পূর্ব্বে টেরিসা শকটে সেই দম্পতীর মধ্যস্থলে আসন প্রাপ্ত হইলেন।

টেরিসা যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে পক্ষিরাজ ঘোড়া হইলেও সন্তুষ্ট হইতেন না। খচ্চর ঘোটক গলায় ঠুন্ ঠুন্ করিয়া ঘণ্টার ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল, ইহা কি তাঁহার সহ্য হয়? তিনি বলিতে লাগিলেন "মহাশয়! ঘোড়া দুটী আর একটু শীঘ্র শীঘ্র চালাইয়া দিন।"

পুরুষ উত্তর করিলেন "বৎসে! তোমার ন্যায় আমিও সমস্ত রাত্রি নক্ষত্র গণনা করিয়া কাটাইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমি রিবিগানাতে মৃণ্ময় পাত্র সকল লইয়া যাইতেছি, ঘোড়া-দের পা সরিলে সে সকল চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

"আ মৃণ্ময় পাত্র!" করুণস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে টেরি-সার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। বলিলেন "অন্ততঃ আর একটু শীঘ্র চালাইতে কি পারেন না?"

"বড় অধিক নয়।"

এইরূপে অর্দ্ধপথ শেষ হইল। "নির্ব্বিঘ্নে গম্যস্থানে পৌঁছাও" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বণিক্ প্রাতঃকালে তাঁহাকে রাস্তার ধারে নামাইয়া দিলেন।

টেরিসা প্রথম যে ব্যক্তিকে পথে দেখিলেন, তাহাকে জি-জ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে যাইবার শকট কোথায় পাই?"

বিদেশী বলিলেন "তুমি যে পাইবে আমার বোধ হয় না। তিন দিনের জন্য সমস্ত গাড়ী ও স্থান ভাড়া হইয়া গিয়াছে।"

তিনি আর এক জনকে সেই প্রশ্ন করিলেন। পথিক চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন "তুমি পাপিষ্ঠ ফরাসীদিগকে ভাল বাস, না?"

অবশেষে ক্রোশ খানেকের জন্য তিনি একখানি গাড়ীতে একটু স্থান পাইলেন, কিন্তু পরে যে ব্যক্তি ভাড়া করিয়াছিল সে আসিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিল। এখন যাহারা মারে-

ঙ্গোতে সৈন্য প্রদর্শন দর্শনার্থ মহা ভিড় করিয়া পদব্রজে যাই- তেছিল, তিনি তাহাদের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে ম্যারেঙ্গার যুদ্ধ হয়, সেইখানে বিচিত্রবর্ণের পতাকাবেষ্টিত একখানি রত্নময় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিজেতা নেপোলিয়ন এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া জয়ী সৈন্যগণের ক্রীড়া দর্শনের মানস করিয়াছেন। তাঁহার সহচরগণ উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন; জয়ঢাক ও তুরী বাজিতেছে, বায়ু হিল্লোলে পতাকা উড্ডীয়মান, চারিদিকে রক্ষকদল; জোজেফাইন সহচরী- বর্গের সহিত সজ্জিত ও একখানি সিংহাসনে উপবিষ্ট, যুদ্ধের কৌশল সকল বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে একজন সেনাপতি রহিয়াছেন। মহারাণী সৈন্যক্রীড়া দর্শনে অভি- নিবিষ্ট থাকিলেও নিকটে কিছু গোলযোগ শুনিতে পাইলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন একটী যুবতী তোপের ধূমরাশির মধ্য দিয়া এবং অশ্ব পদাঘাতের কিছু মাত্র ভয় না করিয়া রাজ্ঞীর নিকট একখানি আবেদন পত্র অর্পণ করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে।

টেরিসা রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি ফললাভ করি- লেন, পশ্চাৎ তাহা বর্ণনা করা যাইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ ফিনিষ্ট্রেল দুর্গ নিবিড় দুঃখ অন্ধকারে ভীষণতর বেশ ধারণ করিয়াছে। চারণি এক এক করিয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্ত

গণনা করিতেছেন এবং ‘পত্রবাহককে’ বিশেষ না জানাতে কখনও তাহার দীর্ঘসূত্রিতার এবং কখনও আপনার দুরাশা ও নির্ব্বোধতার নিন্দা করিতেছেন। চতুর্থ দিন উপস্থিত, পিসি ওলা মৃতপ্রায়; গিরিহার্দ্দীও আর গবাক্ষের নিকট আসেন না, তাঁহার গৃহ হইতে কেবল প্রার্থনা ও দীর্ঘশ্বাস-মিশ্রিত শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। গর্ব্বিত চারণি নিরাশ হইয়া বৃক্ষটীর উপরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারই জন্য তিনি আপনার সৎপরোনাস্তি হীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার জীবনের সেই একমাত্র সুখের নিদান, তাঁহার প্রণয়ের একমাত্র আধার—বৃক্ষটীকে হারাইতে হইল; লুডোবিক উঠান পার হইয়া গেলেন। যে দিন হইতে চারণির অবসাদ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই দিন অবধি কারারক্ষক তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যেমন কার্য্যতঃ চারণিকে সাহায্য করিতে পারিলেন না, তেমনি তাঁহার প্রতি দয়ালুতা প্রকাশ করিতেও ক্ষান্ত হইলেন।

চারণি দুঃখের জ্বালায় বলিয়া উঠিলেন “লুডোবিক! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি?”

সে বলিল “কিছুই নয়।”

কাউণ্ট তাহার হস্ত ধরিয়া বিলাপস্বরে কহিলেন “আচ্ছা, তবে ইহাকে এখন রক্ষা কর। অধ্যক্ষকে এবিষয় জানাইবার প্রয়োজন নাই। টবে করিয়া আমাকে কিছু কর্দ্দম আনিয়া দেও—এক নিমিষে পাথর সরাইয়া ফেলিব। গাছটীকে স্থানান্তর করিব।”

লুডোবিক হাত টানিয়া লইয়া উগ্রভাবে বলিলেন "আমাকে স্পর্শ করিও না। তোমার গাছ চুলোয় যাক্, তাহাহইতে অনিষ্ট বই কোন ইষ্ট হয় নাই। তোমার নিজের বিষয়ে তোমাকে সাবধান করিতেছি, আবার তোমার পূর্ব্বের ন্যায় পীড়াক্রান্ত হইবার উপক্রম দেখিতেছি। তুমি বরং উহাকে সিদ্ধ করিয়া এক চুমুকে খাইয়া ফেল, বালাই এককালে দূর-হউক।"

চার্ণি ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন।

লুডোবিক বলিলেন "যাউক, ইহাতে কেবল তোমার নিজের ক্ষতি হইলে নিজেই ভোগ করিতে, কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য মক্ষিকা' ধারী—সে নিশ্চয় আর তার কন্যাকে পাইবে না।"

চার্ণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তাঁর কন্যা!" "হাঁ, তাঁর কন্যা। তুমি ঘোড়ায় চাবুক মারিতে পার, কিন্তু কে জানে গাড়ী কোথায় গিয়া পড়িবে! তুমি একখান তলওয়ার ছুড়িতে পার, কিন্তু ইহা কাহাকে আঘাত করিবে কে বলিতে পারে? আমি বোধ করি, তাহারা পথপ্রদর্শকের নিকট হইতে জানিয়াছে, তুমি সম্রাটকে পত্র লিখিয়াছ।"

চার্ণি আর সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন "তাঁর কন্যা! তাঁর কন্যা!"

"কেন, তুমি কি ভেবেছিলে, যে, তারে করিয়া তোমার খবর যাইবে?"

চার্ণি দুই হস্তে আপনার মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

কারারক্ষক বলিতে লাগিলেন "একথা প্রকাশ হইয়া

পড়িয়াছে এবং এবিষয়ে অগ্রে যে আমার সন্দেহ হয় নাই ইহা তোমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু বালিকা আর তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইবে না, গিরহার্দ্দী এইরূপ শুনিয়াছেন। যাহউক এখন তোমার আহার ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।”

কাউণ্ট নিরাশ হইয়া চৌকীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পিসিওলার দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মৃত্যু হইবে দেখা অপেক্ষা এক কালে তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একবার মনস্থ করিলেন: কিন্তু প্রাণ ধরিয়া তাহা করিতে পারিলেন না। যে বালিকা তাঁহার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, এবং তজ্জন্য আপনাকে ও বৃদ্ধ পিতাকে গুরুতর বিপদগ্রস্ত করিল, তাহার সাধুতা উল্লেখ করিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন “হা! যদি এক বার তোমাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে দেয়, সেই অনুগ্রহ লাভার্থ আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জীবনার্দ্ধ পরিত্যাগেও প্রস্তুত আছি। ধন্য কন্যা, ধন্য পিতা, তোমাদের সাধুতাকে ধন্যবাদ!”

ঘণ্টার্দ্ধকালের মধ্যে কারাগারের অধ্যক্ষ দুই জন কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে উঠানে উপস্থিত হইলেন এবং চারণিকে তাহার কুটির মধ্যে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কারাধ্যক্ষের মস্তক টাকপড়া এবং গোঁপযোড়া জম্‌কাল। তাহার বাম ভ্রূর মধ্যস্থল হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত একটী দাগ আছে, তাহাতে তাহার মুখশ্রী আরও হতশ্রী হইয়াছে। কিন্তু নিজের মতে তিনি এক জন বড় দরের লোক এবং উপস্থিত কার্য্যে যে রূপ গর্ব্বিত ও কঠোর

মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সচরাচর এরূপ কখনও দেখা যায় নাই ; তিনি এই বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন যে ফিনেষ্ট্রেল দুর্গে চার্‌ণির প্রতি কোন দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আছে কি না তিনি তাহা বলুন। কারাবাসী তাহাতে 'না' বলিলেন। তখন সেই মহোদয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন " মহাশয়! আপনি জানেন আপনার রোগের সময় আপনার প্রতি যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আপনি যদি ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে না চলিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার বা আমার কোন অপরাধ হইতে পারে না, দেখুন, আপনি ইচ্ছামত উঠানে বেড়াইতে পারিবেন, এই অসাধারণ অনুগ্রহটা তদবধি আপনার প্রতিই প্রদর্শিত হইয়াছে।" চারণি তাঁহাকে নমস্কার এবং ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

কারাধ্যক্ষ যেন মনঃপীড়াগ্রস্ত হইয়া রহিলেন " যাহা হউক আপনি কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন ; পিডমণ্টের শাসন-কর্ত্তার নিকট আমাকে অপমানিত করিয়াছেন। আপনি সম্রাটের নিকট এক খানি আবেদন পত্র পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া তিনি আমার সতর্কতার প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন।"

চার্‌ণি তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন " তবে কি সম্রাট্ পত্র পাইয়াছেন ?"

" আজ্ঞা হাঁ।"

" তিনি কি বলেন ?" এই কথা বলিয়া চার্‌ণি কম্পান্বিত-হৃদয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন ?

"তিনি কি বলেন! কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করাতে আপনাকে পুরাতন দুর্গের একটী কুটির মধ্যে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং এক মাসের মধ্যে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।"

চারণি আশায় নিরাশ হইয়া হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন "কিন্তু সম্রাট্ কি এই আজ্ঞা করিয়াছেন?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন "এরূপ সামান্য বিষয়ে সম্রাট মনোযোগ দেন না" এই কথা বলিতে বলিতে তথায় যে একখানি মাত্র কেদেরা ছিল, তাহাতে গর্ব্বিতভাবে উপবেশন করিলেন।

"কেবল ইহাই নয়; তোমার সংবাদাদি চালাইবার উপায় যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন তুমি যে আরও অনেক প্রকারে মনের কথা অন্যের নিকটে চালনা করিয়া থাক, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। সম্রাট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তুমি কি কিছু লিখিয়াছ!"

চারণি আর প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারাধ্যক্ষ পুনরায় বলিলেন "সম্রাট আমাদিগকে তোমার কাছে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু আমার কর্ম্মচারিগণ তোমাকে পরীক্ষা করিবার অগ্রে বল কোন আত্ম দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছ কি না? ইহা দ্বারা তোমার ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে।"

চারণি তথাপিও নিস্তব্ধ।

"কর্ম্মচারিগণ! তোমাদিগের কর্ত্তব্য সাধন কর।" কর্ম্মচারিগণ প্রথমে রন্ধনশালার ধূম-নির্গমন স্থানে অনুসন্ধান করিল;

তৎপরে তাহারা কাউণ্টের শরীর এবং তাঁহার কাপড়ের ভাঁজ সকল খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল, এতাবৎ কাল কারাধ্যক্ষ এদিক্ ওদিক্ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যদি চার্ণি আবশ্যক কাগজ পত্র লুকাইয়া থাকে, অথবা পলায়নের পন্থা করিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তক্তার উপরে সজোরে বেত্রের আঘাত করিতে করিতে বেড়াইতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীরা কিঞ্চিৎ কালীপূর্ণ একটী ক্ষুদ্র বোতল ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারিল না। যাহা পাওয়া গেল, তাহা আবার কারারক্ষকের। পরিচ্ছদাধারটী কেবল সন্ধান করিতে অবশিষ্ট রহিল। যখন তাহারা তাহার চাবি চাহিল, চার্ণি সহজ ভাবে না দিয়া তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কারাধ্যক্ষ এক্ষণে রাগবশতঃ সমুদায় ভদ্রতা পরিত্যাগ করিলেন। যখন পরিচ্ছদাধার খুলিয়া কর্ম্মচারিগণ বলিয়া উঠিল "এইবারে ধরিয়া ফেলিয়াছি,ধরিয়া ফেলিয়াছি? তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কর্ম্মচারীরা দেরাজের এক গুপ্ত স্থান হইতে আষ্টে পৃষ্ঠে লেখা কতকগুলি রুমাল বাহির করিল। তাহাদিগের বিবেচনায় সে সকল চার্ণির চক্রান্তকারিতার দৃঢ় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইল। চার্ণি যখন আপনার অতি যত্নের সামগ্রী সকলের এইরূপ দুর্ব্যবহার দেখিলেন, তখন তিনি যে কেদেরায় অবসন্নহৃদয়ে বসিয়াছিলেন, তাহা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রুমালগুলি প্রতিগ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু যদিও তিনি মুখ ব্যাদন করিয়া রহিলেন, তাঁহার জিহ্বা হইতে একটি কথা বহির্গত হইল না। চার্ণির এই প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া

কারাধ্যক্ষ প্রাপ্ত দ্রব্য গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন এবং বোতল, রুমাল প্রভৃতি একত্র করিয়া বাঁধিতে আজ্ঞা দিলেন। একখানি কাগজে ইহাদিগের অনুসন্ধান বিবরণ লিখিত হইল এবং তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য চার্ণির প্রতি আদেশ করা হইল। কউণ্ট এক প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া অস্বীকার করিলেন; ইহাতে তাঁহার অপরাপর দোষের সহিত এটীও একটী দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এক্ষণে চার্ণির মনে যে কষ্ট উপস্থিত হইল, প্রাণপ্রিয় প্রণয়িনীর প্রতিকৃতি ও তাঁহার নিদর্শন পত্র সকল যে প্রণয়ী হারাইতে বসিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে পারে না। পিসিওলাকে বাঁচাইবার জন্য তিনি অহঙ্কার--এমন কি আত্মগৌরব পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিতে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এক প্রাচীন ব্যক্তির হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন এবং তাঁহার কন্যার ভাগ্যও দুঃখময় করিয়াছেন। হা! যে একটী মাত্র বস্তু তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তির নিদান ছিল, তাহা নিষ্ঠুর রূপে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল! তাহার স্মরণার্থ যে সকল নিদর্শন ছিল, তাহাও অপহৃত হইল!!

বিধাতা চার্ণির কপালে আরও দুঃখ লিখিয়াছেন। তিনি নিস্তব্ধভাবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠান দিয়া পুরাতন দুর্গের দিকে চলিলেন। তাঁহার অবজ্ঞাসূচক তুষ্ণীভাবে কর্ত্তা সাহেব রাগে গর গর হইয়াছিলেন, এক্ষণে মুমূর্ষু পিসিওলার নিকটে আসিবামাত্র তাহার চতুর্দ্দিকে ঠেকা ও বেড়া দেখিয়া এককালে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

লুডোবিক আজ্ঞামাত্র নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব কি? এমনি করিয়া কি তুমি কয়েদী সকলকে চৌকী দাও?"

কারারক্ষক এক হস্তে হুঁকা ধরিয়া ও অন্য হস্তে একটী জোরেসেলাম করিয়া বলিলেন "মহাশয়! এই গাছের কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছিলাম, ইহা বাত ও অন্যান্য রোগে বড় উপকারে লাগে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তর করিলেন "এরূপ ঝুটকথা বলিও না। এই সব ভাল মানুষ যদি ইচ্ছামত চলিতে পারে, তাহা হইলে জেলখানাকে অচিরাৎ বাগান বা চিড়িয়াখানা করিয়া ফেলিবে। যা হউক, ইহা এখনি ছিঁড়িয়া ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দাও।"

লুডোবিক একবার বৃক্ষটীর প্রতি, একবার চার্ণির প্রতি, ও একবার কারাধ্যক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং অস্পষ্ট স্বরে ক্ষমা প্রার্থনাসূচক কিছু কথা বলিতে লাগিল।

অধ্যক্ষ বজ্রনিনাদে বলিলেন "চুপ রও এবং যা হুকুম তাই কর।"

লুডোবিক কি করেন—জামা খুলিলেন, টুপি খুলিলেন এবং যেন সাহস বৃদ্ধির জন্য হাতে হাত ঘষিতে লাগিলেন। তিনি তৎপরে গাছ যেরা দরমা ছিল তাহা খুলিলেন, রাগত ভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িতে লাগিলেন এবং উঠানে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পরে বেড়া ও ঠেকার এক একটী কাঠি উপড়াইলেন এবং হাঁটুতে চাপিয়া এক একটী করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিলেন। অপর লোকে মনে করিতে পারে যে পিসিওলার

প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই এবং তাহার প্রতি ক্রোধ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি এইরূপ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বাস্তবিক মনের ভাব কি, তাহা বলা বাহুল্য।

এই সময়ে চার্ণি নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান, তাঁহার চক্ষু দ্বারাই যেন পিসিওলাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া অনিমেষ নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়াছেন। দিনটী কিছু স্নিগ্ধ থাকাতে গাছটী একটু সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল; বোধ হইল যেন অধিক কষ্ট সহিয়া মরিবার জন্য তাহার শরীরে অধিক বলের সঞ্চার হইল। আহা! পিসিওলার অভাবে চার্ণির হৃদয়ের শূন্যতা এখন আর কে পূর্ণ করিবে? আর তাঁহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনকে কে শান্ত করিবে? আর কে তাঁহাকে পবিত্র জ্ঞানোপদেশ দিবে এবং "প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শিখাইবে?" তাঁহার মধুর দিবাস্বপ্ন সকল আর কি ফিরিয়া আসিবে না? তিনি কি বৃদ্ধকালেও উদাসীন ও অবিশ্বাসী জীবন ধারণ করিবেন? হায়! ইহা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃকল্প। এইরূপ চিন্তায় কাউণ্টের মন বিকল, এমন সময়ে বৃদ্ধ গিরহার্দ্দী জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন। চার্ণি মনে করিলেন "তিনি কন্যাবিয়োগে উন্মত্ত হইয়া আমার বিপদে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিতেছেন, কারণ আমিই তাঁহার সকল দুঃখের কারণ।"কিন্তু যখন তিনি গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন এবং গিরহার্দ্দী তাঁহার বৃক্ষের রক্ষার্থ হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন দেখিলেন, তখন নিজের কুটিল-ভাবের জন্য তাঁহার মনোমধ্যে দারুণ আত্মগ্লানি উপস্থিত

হইল এবং গণ্ডস্থল বহিয়া এক ফোঁটা অশ্রু পতিত হইল। বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া অবধি তাঁহার চক্ষু হইতে কখনও বিন্দু মাত্র অশ্রু নির্গত হয় নাই!

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দীর্ঘসূত্রী লুডোবিককে ডাকিয়া বলিলেন, "শীঘ্র চৌকীখান সরাইয়া ফেল।" কারারক্ষক যতদূর সাধ্য বিলম্ব করিয়া করিয়া লড়িতে চড়িতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় ঠেকা খুলিয়া ফেলিল। অবশেষে পিসিওলা একাকী অবশিষ্ট রহিল।

লুডোবিক আর একবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্রোধের পাত্র হইয়া বলিলেন "ইহাকে মারিয়া আর কি হইবে, ইহা ত আপনা আপনি মরিতে বসিয়াছে?"

মহাপুরুষ একটা বিদ্রূপসূচক হাস্য করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন। দারুণ মনোদুঃখে চার্ণির কপাল ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। তিনি ক্রোধভরে বলিলেন "আমিই গাছ উপড়াইয়া ফেলিতেছি।"

"তোমাকে নিবারণ করি" অধ্যক্ষ এই কথা বলিয়া চার্ণি ও কারারক্ষকের মধ্যস্থলে বেত্র ধারণ করিলেন।

এই সময়ে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ উঠানে প্রবেশ করিল। তাহাদের পদবিক্ষেপ শব্দ শুনিয়া কারাধ্যক্ষ মুখ ফিরাইলেন এবং পিসিওলাকে একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর দিলেন। তিনি এবং চার্ণি উভয়েই এককালে আশ্চর্য্য! এই দুই ব্যক্তি কে? একজন সেনাপতি মিননের সহচর এবং আর একজন মহারাণীর প্রিয়ভৃত্য! প্রথমোক্ত ব্যক্তি টিউরিণের গবর্ণরের

নিকট হইতে একখানি পত্র কারাধ্যক্ষকে দিলেন, তিনি যেমন পড়িতে লাগিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পত্রখানি তিনবার পাঠ করিয়া এবং হঠাৎ ভদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্নপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চার্ণির নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলেন, বন্দী কম্পিতস্বরে পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"মহারাজাধিরাজ সম্রাট, ফিনেষ্ট্রেল দুর্গজাত বৃক্ষের আত্মীয় মুসিয়ার চার্ণির প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, জানাইবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিতেছেন। যে প্রস্তর সকল দ্বারা গাছের ক্ষতি হইতেছে, তাহা স্থানান্তরিত হইবে। এই আদেশ যাহাতে সম্পন্ন হয় আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তির সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন করিবেন।"

লুডোবিক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "সম্রাট্ চিরজীবী হউন্।"

"সম্রাট্ চিরজীবী হউন্" প্রাচীরের মধ্য হইতে অস্পষ্ট স্বরে এই কথা যেন কে তার এক জন বলিলেন।

ভৃত্য বলিল "মহারাণি এক ধারে কি একটু লিখিয়া দিয়াছেন। চার্ণি তাহাও পাঠ করিলেন ঃ—"আমার অনুরোধ, কাউণ্ট চার্ণির প্রতি বিশেষরূপ সদয় ব্যবহার করেন। আপনি তাহার কারাগারের কষ্টের যতদূর সাধ্য লাঘব করিতে সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করিলে বাধিত হইব।

(স্বাক্ষর) জোজেফাইন।"

লুডোবিক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "রাজ্ঞী চিরজীবী হউন।"

চার্ণি সাদরে স্বাক্ষরটী চুম্বন করিলেন।

চার্ণি তাঁহার পূর্ব্ব-কারাগৃহে বাস করিতে পাইলেন এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুকূল হইয়া মধ্যে মধ্যে পিসিওলারও তত্ত্ব লইতে লাগিলেন। স্থানীয় পুলিসের লোক লিখিত রুমাল হইতে কোন চক্রান্ত বাহির করিতে না পারিয়া তাহা পারিস নগরের পুলিসের বড় সাহেবের নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে চারণি লিখিবার উপাদান সকল পাইলেন এবং ব্যগ্রতা সহকারে বৃক্ষ অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু হা! আর গিরার্দীকে গবাক্ষ দ্বারে দেখিতে পাওয়া যায় না, সুপারিণ্টেণ্ট চারণির প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে সাহসী না হইয়া গিরার্দী যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহার উপরে কোপ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে দুর্গের এক দূরতর দেশে অন্তরিত করিলেন। বৃদ্ধ বন্ধু তাহারই জন্য কষ্ট পাইয়াছেন, এই চিন্তায় চার্ণি আপনার এতদূর উৎকৃষ্ট অবস্থা দেখিয়াও সুখী হইতে পারিলেন না।

যাহাহউক ঘটনাস্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। চার্ণি একখানি উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক ভিক্ষা চাহিলেন, পরদিন প্রাতে এক বোঝা বই আসিয়া পড়িল এবং তৎসঙ্গে গবর্ণরের একখানি চিটী আসিল, তাহাতে লিখিতছিল যে, "মহারাণী উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় অত্যন্ত অনুরাগিণী, যে বৃক্ষেরপ্রতি তিনি এত যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নাম জানিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।"

চার্ণি হাস্য পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন "আমার বৃক্ষকে তাহার নাম বলিতে বাধ্য করিবার জন্য আমাকে এই রাশীকৃত পুস্তক পড়িতে হইবে না কি?"

কিন্তু অনেক দিনের পর পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া এবং মুদ্রিত অক্ষরের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মনে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল! যাহাহউক গ্রন্থকর্ত্তারা বৃক্ষের শ্রেণী বিভাগ বিষয়ে এত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে চারণি এক সপ্তাহ পরিশ্রম পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া নিরাশভাবে পুস্তকপাঠ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার কেবল এইমাত্র দুঃখ নয়; তিনি পিসিওলার যে শেষ পুষ্পটীর এক একটী পাতা ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তে বিশীর্ণ হইয়া গেল, তাহার বীজ রক্ষারও কোন উপায় রহিল না।

চারণি রাগে ও দুঃখে বলিলেন "তাহার নাম পিসিওলা (কারা-কুসুমিকা)। পিসিওলা, কারাবাসীর বন্ধু, সহচর ও শিক্ষক, তাহার আর কোন নামের প্রয়োজন নাই।" এই কথা যেমন বলিয়াছেন এমন সময়ে একখানি পুস্তকের মধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ পড়িয়া গেল, তাহাতে এই কয়েকটী কথা লেখা ছিল---"আশা কর এবং তোমার প্রতিবাসীকে আশা করিতে বল, কারণ ঈশ্বর তোমাকে বিস্মৃত হন নাই।"

ইহা স্ত্রীলোকের হাতের লেখা এবং টেরিসা যে এইরূপে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তৎপক্ষে চারণির সন্দেহ মাত্র রহিল না। "তোমার প্রতিবাসীকে আশা করিতে বল," তিনি মনে করিতে লাগিলেন "অভাগা বালিকা পিতার নাম করিতে সাহস করে নাই এবং আর যে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তাহাও অবগত নহে।" পরদিন প্রত্যূষে লুডোবিক উল্লাসপূর্ণ বদনে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে বলিল যে

তাঁহার সন্নিহিত গৃহে গিরহার্দ্দি বাস করিবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের এক উঠান হইবে। পর মূহুর্ত্তেই তাঁহার বন্ধু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ তাঁহারা অনিমেষ নয়নে পরস্পরের সাক্ষাৎকার সত্য কি না সন্দেহ করিতেছিলেন, পরে চার্ণি বলিয়া উঠিলেন "কে এই শুভ ঘটনা সংঘটন করিলেন ?

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "আমার কন্যা, তাহার সন্দেহ নাই। আমি তাহার কল্যাণেই সকল সুখ লাভ করিয়া থাকি।"

চার্ণি আবার সাদরে গিরহার্দ্দীর কর ধারণ করিলেন এবং কাগজ খণ্ড তাঁহার হস্তে দিলেন।"

"ইহা আমার কন্যার, ইহা আমার কন্যার; দেখ আশা কেমন সফল হইয়াছে।"

চার্ণি কাগজ খানি লইবার জন্য অজ্ঞাতসারে হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন বৃদ্ধ ভাবে গদ গদ হইয়াছেন, এক একটী করিয়া প্রত্যেক অক্ষর পড়িতেছেন এবং ক্রমাগত লেখাটী চুম্বন করিতেছেন। কাগজ খানি ফিরাইয়া লইবার জন্য চার্ণির বড় ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি বুঝিলেন ইহাতে এখন আর তাঁহার অধিকার নাই। আত্মাভিমানী কাউণ্ট ইহা হইতে কৃতজ্ঞতা ও সহৃদয়তা শিক্ষা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গিরহার্দ্দী ও চার্ণির এখন আর কোন চিন্তা নাই আর কোন কথা নাই, তাঁহারা কেবল টেরিসার বিষয় লইয়াই

আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় এবং কিরূপে এত প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, কিছুই অনুমান করিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না। কিয়ংক্ষণ পরে বৃদ্ধ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চারণি প্রাচীরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। দুইটী লেখা ইতি পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তৃতীয়টী এইরূপ ছিল ;—"মনুষ্যেরা পৃথিবীতে পরস্পরের নিকটে আছে বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের যোগ বন্ধনের কোন উপায় নাই। শরীর ধরিয়া বিবেচনা করিলে পৃথিবী তাহাদের পক্ষে সমরক্ষেত্র, চারিদিক্ হইতে কেবল আঘাত ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, কিন্তু হৃদয় সম্বন্ধে বলিতে হইলে পৃথিবী মরুভূমি মাত্র।"

গিরহার্দ্দী তাহাতে এই কথাটী যোগ করিয়া দিলেন—"যদি মনুষ্যের বন্ধু না থাকে।"

কারাবদ্ধ দুই জনেই বস্তুতঃ পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন কথা গোপনীয় ছিল না। গিরহার্দ্দী তাঁহার বাল্য কালের ভ্রম স্বীকার করিলেন—সে ভ্রম চারণির ভ্রমের ঠিক্ বিপরীত। এই সাধু বৃদ্ধ এক সময়ে কঠোর কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। যাহাহউক এখন তাঁহার বৃত্তান্ত বলিবার স্থল নহে; পিসিওলা যে ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করিয়াছিল, যে সকল পবিত্র কথোপকথন দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হইল, তাহাও বিশেষ রূপে বর্ণনা করা অনাবশ্যক। কিন্তু এখনও কারাকুসুমিকা পুস্তক, চারণি ছাত্র এবং গিরহার্দ্দী শিক্ষক।

তাঁহারা এক চৌকীতে বসিয়া আছেন! চার্‌ণি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি পতঙ্গ সকলের বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, বলুন দেখি আমি পিসিওলাতে যত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছি, আপনি কি তাহাদের মধ্যে তত দেখিয়াছেন?"

গিরহার্দ্দী উত্তর করিলেন "বোধ হয় অধিক। কারণ তোমার বৃক্ষে সর্ব্বক্ষণ যে সকল ক্ষুদ্র জীব আইসে, চারিদিকে বেড়াইয়া বেড়ায় ও গুন্ গুন্ শব্দ করে, তাহাদের স্বভাব অবগত না হইলে তোমার বৃক্ষ হইতে অর্দ্ধাংশমাত্র শিক্ষালাভ করিতে পার। এই সকল জীবের স্বভাব ও কার্য্য পরীক্ষা করিলে সমুদায় জগৎ যেমন গূঢ় কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ, পতঙ্গ ও পুষ্পের মধ্যেও সেইরূপ নিগূঢ় যোগ—অদ্ভুত নিয়ম বিদ্যমান আছে, তাহা জানিতে পার।" এই কথা যেই বলিলেন অমনি যেন তাঁহার বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য বিচিত্র-বর্ণ-রঞ্জিত একটী প্রজাপতি পিসিওলার একটী বিটপে বসিয়া বিশেষ অঙ্গভঙ্গীসহকারে পাখা নাড়িতে লাগিল। গিরহার্দ্দী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

চার্‌ণি বলিলেন "কি বিষয় চিন্তা করিতেছেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে পিসিওলাই তোমার পূর্ব্বকার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। দেখ এই প্রজাপতি উহার একটী শাখাতে তাহার ভাবী বংশের বীজ সঞ্চিত করিয়া রাখিল।"

চার্‌ণি অভিনিবেশপূর্ব্বক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং দেখিলেন পতঙ্গ এক প্রকার আঠার ন্যায় রসে ডিম্বসকল সেই

শাখার সহিত দৃঢ় রূপে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া উড়িয়া গেল।

গিরহার্দ্দী বলিতে লাগিলেন "এসকলই আকস্মিক ঘটিয়া থাকে, এরূপ বিশ্বাস করিও না। প্রকৃতি অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যেক জাতীয় পতঙ্গের জন্য এক এক বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক উদ্ভিদ্ এক এক প্রকার জীবের বাসস্থান ও আহার সংযোজন করিয়া দেয়। তুমি জান এই প্রজাপতি আগে তুঁতপোকা ছিল এবং তৎকালে এই প্রকার বৃক্ষের রস পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে; পরে রূপান্তরিত হইয়া এবং পক্ষ ধারণ করিয়া সে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে বটে, কিন্তু গর্ভবতী হইয়া অবধি তাহার ভ্রমণ-স্বভাব ভুলিয়া গিয়াছে এবং প্রথমাবস্থায় যে বৃক্ষের রসে পোষিত হইয়াছে এতদিন পরে তাহাতেই প্রত্যাগমন করিল। যাহাহউক সে তার পিতা মাতাকে চিনে না এবং তাহার সন্তানেরও মুখ দর্শন করিতে পাইবে না; তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে—সে শীঘ্র মরিয়া যাইবে। পূর্ব্বপরিচিত বৃক্ষটী সে যে পুনঃস্মরণ করিয়া তাহাতে ডিম পাড়িতে আসিয়াছে তাহা অসম্ভব; কারণ বসন্ত কালে এই বৃক্ষের যেরূপ আকার ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পতঙ্গকে এই জ্ঞান কে দিল? সে যে শাখাটী মনোনীত করিয়াছে, তাহার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত কর, ইহা আর সকল শাখা অপেক্ষা প্রাচীন ও সমধিক দৃঢ়—ইহা শীতের প্রভাবে অথবা বাত্যার আঘাতে শীঘ্র বিনষ্ট হইবার নয়।"

চার্‌ণি বলিলেন "এইরূপ ঘটনা কি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে ? আপনি কি নিশ্চয় বলিতে পারেন যে আকস্মিক এই একটীমাত্র ঘটনা দেখিয়া কল্পনা বলে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রণালী অনুমান করিয়া লইতেছেন না ?"

গিরহার্দ্দী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "অবিশ্বাসী! নিস্তব্ধ হও ; একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর, পিসিওলা তোমাকে শিক্ষা দিবে। যখন বসন্তের পুনরাগমন হইবে এবং নবীন পল্লব সকল উদ্গত হইতে থাকিবে, তখনি দেখিবে ডিম্ব হইতে পতঙ্গ বহির্গত হইবে ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত আহারের সংযোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহা যেমন অবস্থায় আছে সেইরূপেই থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের পত্রসকল যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্গত হয়, তাহা তুমি অবগত আছ সন্দেহ নাই ; এবং সেই নিয়মানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন পতঙ্গের ডিম্ব সকলও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এ নিয়মের অন্যথা হইলে কত ক্লেশ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিত! যদি পতঙ্গসকল অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিত, আহার পাইত না ; আর পতঙ্গ সকলের জন্মিবার পূর্ব্বে পত্র সকল যদি পাকিয়া যাইত, তাহাদের কোমল দন্তে তাহা ছেদন করা কঠিন হইত। কিন্তু প্রকৃতির সকল ব্যবস্থাই যথোপযুক্ত। বৃক্ষটী পতঙ্গের এবং পতঙ্গটী বৃক্ষের কেমন ঠিক্ উপযোগী হইয়া থাকে।"

চার্‌ণি গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন "পিসিওলা! পিসিওলা! কত নূতন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাকে প্রদর্শন করিলে!"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন "আশ্চর্য্য ব্যাপারের সংখ্যা নাই ; ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাণীদিগের জীবন রক্ষার্থ যে বিচিত্র অথচ

যথোপযুক্ত উপায়সকল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা চিন্তা করিতে গেলে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়। সৃষ্টি যে কত বৃহৎ, দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রকাশিত হয়; এবং পদার্থের অণু সকলের সূক্ষ্মতা অবধারণ করাও যে আমাদিগের চিন্তাশক্তির অগম্য, অণ্বীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। মাকড়সার জালের এক একটী কাছির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা শত শত সূত্রে নির্ম্মিত, ইহাকে কাছি ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? কিন্তু সেই কাছির এক একগাছি সূত্রও আবার শত শত ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। অন্যান্য পতঙ্গজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাহাদের শরীর সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত! আঘাত হইতে রক্ষার জন্য কাহারও শরীর কঠিন শল্কে আবৃত; কাহারও চক্ষুসকল এ প্রকার সূক্ষ্ম তার-নির্ম্মিত জালে আচ্ছাদিত যে কণ্টক অথবা শত্রুর হুল ফুটিয়া তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। শ্বাপদ পতঙ্গদের দ্রুত গতিশক্তি আছে, তাহাতে তাহারা শিকার আক্রমণ করে এবং তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র আছে তদ্দ্বারা তাহারা আক্রান্ত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করে অথবা লুট ও ডিম্ব সঞ্চয়ার্থ বাসস্থান খনন করে। আরও দেখ কত প্রাণীর বিষাক্ত হুল আছে, তাহাতে তাহারা শত্রু হইতে আত্ম রক্ষা করিতে পারে। হা! সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে যত পরীক্ষা করা যায়, ততই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক জন্তুর অভাব ও অবস্থানুসারে তাহার শরীর রচিত হইয়াছে। ইহা এরূপ আশ্চর্য্য রূপে সম্পন্ন, যে মনুষ্যের যদি সৃজন করিবার ক্ষমতা থাকিত (ক্ষণকালের জন্য অনুমান করা যায়,) তাহাহইলে তিনি অতি

সামান্য কীটের আকৃতি প্রকৃতি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনিষ্ট করিয়া ফেলিতে ন অতি সামান্য কীটের রচনা পারিপাট্য এমন চমৎকার যে মনুষ্য তন্মধ্যে অনন্ত-জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বরের মহিমা চিন্তা ও ধ্যান করিয়া অবাক্ হইয়া ন। মনুষ্য পৃথিবীতে অসহায় অবস্থায় স্থা প্রেরিত হইয়াছেন, পক্ষীর ন্যায় উড়িতে পারেন না, মৃগের ন্যায় দৌড়িতে পারেন না এবং থাকেসর্পের বুকে হাঁটিয়া ছুটিতেও পারেন না; মনুষ্য তীক্ষ্ণ নখর ও দন্তবিশিষ্ট শত্রুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন, অথচ তাঁহার আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। মনুষ্য পশম, শল্ক ও লোমাবৃত জন্তুদিগের মধ্যে আছেন, অথচ তাঁহার শীত বাতাদি নিবারণের কোন উপায় নাই। প্রত্যেক জন্তুর বাসস্থান, গর্ত্ত বা গহ্বরে দেখা যায়, কিন্তু মনুষের কোন আশ্রয় স্থান নাই। তথাপি দেখ সিংহ তাঁহার ভয়ে গহ্বর ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে; তিনি ভল্লুকের দেহ হইতে চর্ম্ম হরণ করিয়া পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিতেছেন; তিনি বৃষের মস্তক হইতে শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া অস্ত্রবান্ হইতেছেন; তিনি তাঁহার পদতলস্থ ভূমি খনন করিয়া ভাবী ক্ষমতা লাভের উপযুক্ত যন্ত্র সকল আবিষ্কৃত করিতেছেন। পশুর চর্ম্ম-সূত্র এবং গাছের শাখা লইয়া তিনি ধনুক নির্ম্মাণ করিলেন; তদ্দ্বারা যে গৃধ্র পক্ষী তাঁহাকে দুর্ব্বল বলিয়া হস্তগত শিকার বিবেচনা করিল তাহাকে মারিয়া ভূতলশায়ী করিলেন এবং তাহার পালক লইয়া মস্তক ভূষিত করিলেন। মনুষ্য যাবতীয় জীবের মধ্যেই অসহায়ী জবন ধারণ করেন, কিন্তু মনু-

যেব জ্ঞানরূপ স্বর্গীয় ক্ষমতা রহিয়াছে তদ্দ্বারা তিনি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন; তিনি মৎস্যের শরীর রচনা দেখিয়া নৌকা নির্ম্মাণ করেন এবং মৌমাছির মধুক্রম নির্ম্মাণ কৌশলের মধ্যে জ্যামিতির অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন।"

সেই মুহূর্ত্তে গিরহার্দ্দীর নিকট একখানি পত্র পৌঁছিল! ইহা টেরিসার প্রেরিত এবং ইহাতে এই রূপ লেখা ছিল:—
"আমরা যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে পাইতেছি ইহা কি পরম সুখের বিষয় নয়? এই পত্রখানি সহস্রবার চুম্বন করুন, কারণ আমি ও সেইরূপ করিয়াছি এবং আমার স্নেহ নিদর্শন আপনাকে প্রেরণ করিতেছি। আমাদের পরস্পরের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে কি আনন্দ হয় না? একবার যদি আপনাকে দেখিবার অনুমতি পাই, তাহা হইলে আমার কত সৌভাগ্য! হে পিতঃ! এই স্থলে একটু নিস্তব্ধ হউন; সেনাপতি মেননের প্রসাদে আমরা যে এতদূর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, ইহার জন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্। পিতা! আমি শীঘ্র দুই এক দিবসের মধ্যে আপনার নিকটস্থ হইতেছি; আর--আর—আহা! এ সুসংবাদটি গ্রহণে সাহস অবলম্বন করুন, আমি আপনাকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে-আপনাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে যাইতেছি।"

তথাপি চারণি পুনরায় একাকী থাকিবেন—এই চিন্তায় তাঁহার আনন্দের বেগ হ্রাস হইয়া গেল।

বালিকা আগত। চার্ণি নিকটস্থ গৃহে তাঁহার পদক্ষেপ শুনিতে পাইলেন; তাঁহার আকৃতি কিরূপ মনে মনে অনুমান করিতে লাগিলেন, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি সন্দেহে দোলায়মান; এত বড় সুসভ্য জ্ঞানীব্যক্তির মূর্ত্তি বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় লাজুক ও কদাকার বোধ হইল। কারা-কুসুমিকার সম্মুখে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইবে স্থির ছিল, পিতা ও কন্যা চৌকিতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে চার্ণি উপস্থিত হইলেন। যদিও ঘোরতর আন্দোলনকর ঘটনা দ্বারা তাঁহারা পরস্পরে সংযুক্ত, তথাপি তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার কিছু সঙ্কোচের সহিত সম্পন্ন হইল। ইটালীয় বালিকার মুখশ্রীতে চার্ণি প্রথমতঃ ঔদাসীন্য ভিন্ন আর কোন ভাব নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। বোধ হইল কেবল সাহসিক কার্য্যে অনুরাগ এবং পিতৃ আজ্ঞা পালন এই উভয় কারণেই তিনি তাদৃশ গুরুতর কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। চার্ণি কেন তাঁহাকে চক্ষে দেখিলেন এই বলিয়া ক্ষোভ করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি এতদিন ধরিয়া যে কাল্পনিক ও মলিন চিন্তা সকল হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে তাহা বিদূরিত হইল। কিন্তু যৎকালে তাঁহারা চৌকীর উপরউ পবিষ্ট, গির-হার্দ্দী তাঁহার কন্যার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন এবং চার্ণি কতকগুলি নিরাশাসূচক বৃথা শব্দোচ্চারণ করিতে-ছেন, তৎকালে টেরিসা হঠাৎ পিতার দিকে মুখ ফিরাইলেন, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠাভরণ একখানি স্বর্ণপদক পরিচ্ছদের মধ্যে ঢাকা ছিল, বাহির হইয়া পড়িল। চার্ণি ঈষৎ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া

দেখিলেন তাহার একদিকে বৃদ্ধ পিতার শ্বেত কেশ এবং অন্য-দিকে একখানি কাচে ঢাকা একটী শুষ্কফুল রহিয়াছে। তিনি লুডোবিক দ্বারা যে ফুলটি পাঠাইয়াছিলেন ইহা সেই ফুল।

চার্ণির চক্ষু হইতে যেন একটী আবরণ উত্তোলিত হইল। টেরিসার আকৃতিতে তাঁহার স্বপ্নচর সুন্দরী বালিকাকে—পিসি-ওলাকে প্রত্যক্ষ করিলেন—কেবল ফুলটী তাহার মস্তকে না থাকিয়া বক্ষস্থলে রহিয়াছে। তিনি আনন্দে অস্পষ্ট স্বরে গুটি-কত কথা বলিলেন। এখন তাঁহাদের মধ্যে ঔদাসীন্যভাব অন্তরিত হইল এবং তাঁহারা পরস্পরের জন্য যে কত ভাবিয়া-ছেন তাহা পরস্পরে বুঝিতে পারিলেন। টেরিসা চার্ণির নিজমুখে তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং পিসিও-লার বিয়োগাশঙ্কায় তাঁহার যে দুঃসহ কষ্ট হইয়াছিল, তৎশ্রবণে দুঃখার্ত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "প্রাণের পিসিওলা! আমি তোমার উদ্ধারের সাহায্য করিয়াছি, অতএব তুমি আমারও।" তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া চার্ণির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইল, ইহাদ্বারা তিনি আপনাদের উভয়ের মধ্যে যেরূপ প্রণয়ের যোগ অনুভব করিলেন, এরূপ আর কখনও করেন নাই।

গিরহার্দ্দীর কারাগারহইতে মুক্ত হইবার আয়োজন করিতে যে তিন দিন গত হইল, তাহাতে চার্ণি অভূতপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিলেন; এই সুখ যদি অধিক দিন ভোগ করিতে পাইতেন, তিনি তজ্জন্য স্বাধীনতা, সৌভাগ্য, সংসার, সকলি অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু বন্ধুর সহিত মিলনে যে

প্রকার সুখ, বিচ্ছেদে সেই পরিমাণে দুঃখ। এখন তিনি মনকে সাহসে দৃঢ় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "টেরিসা আমাকে ভাল বাসে ইহা কি সত্য ?" না! তিনি তাঁহার স্নেহ, দয়া এবং সাধুতার অর্থান্তর করিতে সাহসী হইলেন না এবং আপনি আনন্দিত হইয়াছেন বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলেন। টেরিসার হৃদয়ের শান্তি ভঙ্গ করা তাঁহার নিজের একটী ক্লেশ বৃদ্ধি করা মাত্র। কিন্তু তিনি বলিলেন "আমি—আমি তাঁহাকে যাবজ্জীবন ভাল বাসিব এবং আমার অতৃপ্ত সুখস্বপ্ন তাঁহার দ্বারা চরিতার্থ করিব।" এই প্রণয় কিন্তু গোপনে সংরক্ষণ করা আবশ্যক, কারণ ইহা প্রকাশ করা দোষ। তাঁহারা উভয়ে চিরকালের তরে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছেন। টেরিসা সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই বিবাহ করিবেন; চার্ণি একটী কারাগারে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এবং কারাকুসুমিকাকে লইয়া থাকিবেন। চার্ণি মনে করিলেন বিদায়কালে আত্ম-ভাব গোপন করিবেন, কিন্তু তাঁহার বিবর্ণমূর্ত্তি তাঁহার অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া দিল। টেরিসাও তাঁহার ন্যায় সকল জানিয়াও যাহাতে চার্ণির মনে কিছুমাত্র অশান্তি না হয়, এই জন্য বিদায় কালের অনুচিত প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বাহ্য বিনয় এবং সৌজন্য ভেদ করিয়া তাঁহার আন্তরিক ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যাহাহউক এমন সময় আছে যখন হৃদয় কোন শাসন না মানিয়া আপনার কথা ফুটিয়া বলে এবং এই বিদায় কাল সেইরূপ একটী সময়। কিন্তু গদগদস্বরে অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত কয়েকটী

কথা মাত্র তাঁহাদের জিহ্বা হইতে নিঃসৃত হইল, টেরিসা কেবল বৃক্ষের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া শেষ কথা বলিলেন "আমি পিসিগুলাকে আমার সাক্ষী রাখিলাম।"

সুখ আস্বাদন করিয়া তাহা হইতে আবার বঞ্চিত না হইলে তাহার মর্য্যাদা বুঝা যায় না; চার্ণির পক্ষে তাহাই ঘটিল। বৃদ্ধ ও টেরিসা এখন আর তাঁহারা নিকটে নাই বলিয়া পিতার বিচক্ষণতা এবং কন্যার গুণাবলী তাঁহার চিত্তে যেরূপ প্রতিভাত হইল এরূপ কখনও হয় নাই। যাহাহউক টেরিসার স্মরণও মধুর, অতএব পূর্ব্বের কুচিন্তা পিশাচী তাঁহার মন হইতে এক কালে দূরীভূত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

একদিন চার্ণি কিছুই জানেন না, হঠাৎ তাঁহার কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। যে সকল ব্যক্তির উপর তাঁহার রুমাল গুলি পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা সম্রাটের নিকট তাহা লইয়া যান। তিনি কিছুক্ষণ তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে বলিলেন "চার্ণি নির্ব্বোধ, এখন আর তাহাকে ভয় করিবার কারণ নাই। সে এক জন ভাল উদ্ভিদ্বেত্তা হইতে পারে, কিন্তু আবার যে ষড়যন্ত্র করিবে সে আশঙ্কা বৃথা।" জোজেফাইনের অনুরোধে তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শিত হইল।

এখন চার্ণির অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিনেষ্ট্রেল দুর্গ হইতে মুক্ত হইবার সময় আগত, কিন্তু তিনি একাকী যাইবেন না।

পিসিওলা একটী বৃহৎ সিন্ধুকে স্থাপিত হইয়া সমারোহে বহির্নীত হইল। যে পিসিওলা হইতে তাঁহার সকল সুখ; যে পিসিওলা তাঁহাকে বাতুলতা হইতে রক্ষা করিল এবং বিশ্বাসের সান্ত্বনা প্রদান করিল; যে পিসিওলা হইতে তিনি বন্ধুত্ব ও প্রণয় সুখ লাভ করিলেন এবং যে তাঁহাকে পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিল; সে পিসিওলাকে পরিত্যাগ করিলে তাঁহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ কে হইতে পারে?

লুডোবিকও এখন শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া তাঁহার বন্ধু কাউণ্টের প্রতি কর্কশ হস্ত প্রসারণ করিলেন। এখন আর তিনি তাঁহার কারারক্ষক নন। চার্ণি "আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে" এই কথা বলিয়া সবলে তাঁহার হস্তপীড়ন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "পরমেশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন্! কাউণ্টের কল্যাণ হউক, পিসিওলার কল্যাণ হউক।"

উপসংহার।

ছয় মাস পরে ফিনেষ্ট্রেল দুর্গের দ্বারে একখানি রাজকীয় শকট উপস্থিত হইল। একজন ভ্রমণকারী নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লুডোবিক রিটী কোথায়?" একটী সুন্দরী মহিলা তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া আছেন। ইহাঁরা কে? কাউণ্ট চার্ণি ও সেই টেরিসা তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন। তাঁহারা আর একবার কারাগৃহ দর্শন করিলেন। চার্ণি অবিশ্বাস ও নিরাশা বশতঃ তাহার শুভ্র প্রাচীরে যে বাক্য গুলি অঙ্কিত

করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহা এইঃ—"বিজ্ঞান, বুদ্ধি, রূপ, যৌবন ও ধন কিছুতেই সুখ প্রদান করিতে পারে না!" টেরিসা তাহাতে এই কথাটী যোগ করিয়া দিলেন "প্রণয় ব্যতিরেকে!"

চার্ণি লুডোবিককে অনুরোধ করিলেন যে বর্ষ শেষে আমাদের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা, তাহার জাতকর্ম্মে একটী উৎসব হইবে, তাহাতে আপনাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। আরও বলিলেন ফিনেষ্ট্রেল দুর্গ হইতে আপনি এককালে বিদায় লউন এবং আমাদিগের গৃহের একজন হইয়া সুখে কালযাপন করুন। কারারক্ষক পিসিওলার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাউণ্ট বলিলেন "তাহাকে আমার নির্জন অধ্যয়ন-গৃহের সন্নিধানে রাখিয়াছি, স্বহস্তে প্রতিদিন জলসেচন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধন করিতেছি কোন ভৃত্যকে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিই না।"

সন্তানের জাতকর্ম্মের কিছুদিন পূর্ব্বে লুডোবিক কাউণ্টের মনোহর প্রাসাদে উপনীত হইলেন। সরল মনুষ্য, প্রথমেই তাঁহার পুরাতন বন্ধু কারা-কুসুমিকাকে দেখিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু হায়! প্রিয়তর নবকুমারের জন্মোৎসবের আনন্দে পিসিওলার কথা স্মরণ নাই, এখন সে বিশীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত। কারাকুসুমিকার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনও নাই, তাহার উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরের দয়ার কৌশল,
সামান্য উপায়ে কত সাধয় মঙ্গল।

অযাচিত কৃপা তাঁর প্রতিজন তরে,
বিশেষ উপায়ে সুখ বিতরণ করে।
দেখ অবিশ্বাসী নরে খুলি আঁখিদ্বয়,
এখনি পাইবে জ্ঞান, হবে সুখোদয়।
পাষণ্ড নাস্তিক চার্ণি হইল কোমল,
দয়ালু, প্রণয়ী, সাধু, বিশ্বাসে অটল।
কারাকুসুমিকা হয়ে স্বর্গের অপ্সরা,
সাধিয়া আপন কাজ ত্যজিল এ ধরা।

(সমাপ্ত।)